Issue cover not available

Vol. 13 | No. 1 | 1969

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

ইসলাম-প্রচারক

Volume	13
Issue	1
Year	1969
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Mustafa Nur-Ul Islam
Published online	June 1, 1969
DOI	10.62328/sp.v13i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v13i1.1
Pages	1-52
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
ত্রয়োদশ বর্ষ ঃ প্রথম সংখ্যা
গ্রীষ্ম ঃ ১৩৭৬

ইসলাম-প্রচারক

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে মুসলমান সম্পাদিত সাময়িক পত্র সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইসলাম-প্রচারক। প্রচার সংখ্যা, স্থায়িত্বকাল এবং প্রভাব বিস্তার সর্বদিক থেকেই পত্রিকাটি তৎকালে একটি অনন্য মর্যাদা অর্জন করে। লক্ষ্য করা যাবে যে, পত্রিকার সম্পাদক—লেখকগোষ্ঠী বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী ছিলেন এবং তাঁদের প্রধান ব্রতই ছিল পাঠক সাধারণের মধ্যে সেই মতাদর্শ প্রচার করা। এ ভাবে বাংলা দেশের মুসলিম অধিবাসীর একাংশের মধ্যে সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ একটি জনমত গড়ে তোলেন। তাঁদের নির্দিষ্ট এবং অনুসৃত আদর্শে তাঁরা এ দেশের শতাব্দীব্যাপী সুপ্ত মুসলিম সম্প্রদায়কে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন, তাদেরকে উজ্জীবিত করবার প্রয়াস পেয়েছেন।

বর্তমান শতকের প্রথম যুগে বাঙালি মুসলমানের একটি সচেতনগোষ্ঠী সমাজ ও জীবনের বিভিন্ন প্রসংগে কি-জাতীয় চিন্তা করতেন তার পরিচয়বাহী এই সাময়িক পত্র—ইসলাম-প্রচারক। এ দিক থেকে ইসলাম-প্রচারকের প্রামাণিক মূল্য অপরিসীম।

বলা দরকার ইসলাম-প্রচারকের সাথে পাশ্চাত্য শিক্ষিত নব্য মুসলিম সম্প্রদায়ের তেমন সংযোগ ছিল না। উঠ্‌তি নাগরিক মধ্যবিত্ত মুসলমান এ-জাতীয় সাময়িক-পত্রের আন্দোলনের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ করেননি। প্রায় বারো বৎসর কাল প্রচলিত ইসলাম-প্রচারকের লেখক তালিকায় ইংরিজি শিক্ষিত নাগরিক লেখকের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প।

ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত সমুদয় রচনাবলীকে বিষয়ানুযায়ী মোটামুটি দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে—যথা, শিক্ষা; সমাজ; ধর্ম; তুরস্ক ও মুসলিম বিশ্ব; রাজনীতি এবং সাহিত্য। শিক্ষা বিষয়ক রচনা সমূহে লেখকগণ সমকালীন প্রয়োজনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ইংরিজি শিক্ষার আনুকূল্য করেছেন। তবে সম্পাদক ও বিভিন্ন লেখক বারংবার এমত আশংকা প্রকাশ করেন যে, শিক্ষায়তন সমূহে ধর্মহীন শিক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রচলিত শিক্ষা প্রণালী সম্পর্কে তাঁরা সোচ্চার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছেন: 'ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে আমরা মত প্রকাশ করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার শিক্ষা-প্রণালীতে যে দোষ আছে, তাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্ম্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞান পরিশূন্যতা। ধর্ম্ম বিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্ম্মমত নাস্তিকের কাছাকাছি।'[১] তাঁরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করতেন ইংরেজি ও বাংলা শিক্ষার সাথে 'ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু হইতে।' দ্বিতীয়তঃ, বিদ্যালয়ে উপযুক্ত মুসলমান শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে—কেননা শিক্ষকগণ প্রায়ই হিন্দু, ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীদের ধর্মবিষয়ক শিক্ষা অবহেলিত থেকে যায়। তৃতীয়তঃ, পত্রিকায় বিশেষভাবেই প্রচার করা হয়েছে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক নিম্ন শিক্ষার প্রসার ব্যতীত উন্নতির সম্ভাবনা মোটে নেই।

ইসলাম-প্রচারকে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে সমাজ বিষয়ক রচনাবলী। সম্পাদক ও লেখকগোষ্ঠীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলিম সমাজের সংস্কার সাধন করা। বলা বাহুল্য, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগীর প্রেক্ষিতেই তাঁরা সামাজিক সমস্যা সমূহ বিশ্লেষণ করেছেন এবং কোরান হাদিসের স্পষ্ট নির্দেশ থেকে এ সকল সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করেছেন। শরাফতি, বেদাতী কার্য, বিবাহে পণ প্রথা, বহুবিবাহ, তালাক, পর্দা ইত্যাদি প্রসংগে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকা যুগের পটভূমিতে অত্যন্ত সুস্থ এবং প্রগতিশীল বলে স্বীকার করতেই হবে। বিভিন্ন রচনায় সমাজকে 'আদর্শ মুসলমানে'র বৈশিষ্ট্য অর্জন করবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান হয়েছে—সে জন্য চালচলনে, আচরণে 'সাহেবী' এবং 'হিন্দুয়ানী' অনুকরণের বিরোধিতা করা হয়েছে।

দেশে মুসলিম জাগরণের উদ্দেশ্যে ইসলাম-প্রচারক পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে মুসলিম বিশ্ব, বিশেষ করে তুরস্কের দিকে। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদ থেকেই ওসমানীয় সাম্রাজ্য এবং খলিফা আমাদের আশা ভরসা ও প্রেরণার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম-প্রচারকের মাধ্যমে তুরস্ক সম্পর্কিত চেতনা প্রায় আন্দোলনের আকার ধারণ করেছিল।

রাজনীতি সম্পর্কে ইসলাম-প্রচারকের মতামতে তৎকালীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরাট একটি সচেতন অংশের চিন্তাধারা প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পত্রিকাটি অকুণ্ঠভাবে ইংরেজ শাসনের সমর্থন ও প্রশংসা করেছেন এবং নবাব সলিমুল্লাহ্‌, সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী প্রমুখের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি আনুকুল্য জ্ঞাপক করেছে। এ ক্ষেত্রে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকা উনবিংশ শতাব্দীতে সংবাদ প্রভাকর জাতীয় হিন্দু পরিচালিত পত্র পত্রিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনুরূপভাবেই পত্রিকাটি রানী ভিক্টোরিয়াকে 'আমাদের মাতৃস্বরূপিনী মহারাণী ভারতেশ্বরী' বলে অভিহিত করেছে। সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ ইংরেজ সরকার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করেন এই ভাবে : 'ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন মুসলমান-দিগের জন্য বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া আমাদিগকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি ইংরেজ রাজ ভারতের শাসন রজ্জু স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, তবে মার্হাট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্তে মুসলমান জাতির দুর্দ্দশার একশেষ হইত ; হয়ত মুসলমানের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বিলুপ্ত হইত। ইংরেজের নিকট যে এ সম্বন্ধে আমরা চিরঋণে আবদ্ধ, এ কথা শত সহস্র ও কোটি কণ্ঠে বলিব। সুতরাং আমরা ইংরেজ রাজত্বের স্বভাবতঃই পক্ষপাতী। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। আমরা যদি ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট-কৃত উপকাররাশি ভুলিয়া যাই, তবে আমরা অকৃতজ্ঞ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য'।[২] তীব্রতম ভাষায় ইসলাম-প্রচারক কংগ্রেস, স্বদেশী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে ; তাঁদের আশংকা ছিল এ সকল আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা করলে মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ; ফলে পত্রিকায় এমত কথাও ঘোষণা করা হয়েছে যে উক্ত আন্দোলন সমূহ ইসলামের পরিপন্থী। 'বর্ত্তমান বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় বিষয় আমাদের ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। সুতরাং রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমরা ধর্ম্মানুশাসনের অধীন। ইসলাম কি আদেশ দেয়—কাহারও বিদেশীয় জিনিষ আগুনে পোড়াইয়া ফেল, পানিতে ডুবাইয়া দাও, ছিড়িয়া ফাড়িয়া নষ্ট কর, কাটিয়া

বা ভাঙ্গিয়া উৎসন্ন দাও? কখনই নয়। এরূপ অস্বাভাবিক আদেশ ইসলাম ধর্ম্মে কুত্রাপি নাই—থাকিতেও পারে না। বরং এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা পাপার্জ্জন হয়।'[৩] সন্ত্রাসবাদ আন্দোলন সম্পর্কে বলা হচ্ছে, 'খোদা এই মহাসংক্রামক ব্যাধি হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করুন।'[৪] অপরপক্ষে ইসলাম-প্রচারক নবপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম-লীগের প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছেন।

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশকে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা সংক্রান্ত প্রশ্নটি নিয়ে তীব্র তর্ক বিতর্কের সৃষ্টি হয়—লক্ষ্যনীয় যে, পূর্বতন দশকে মাতৃভাষা প্রসংগে ইসলাম-প্রচারক প্রগতিশীল দায়িত্ব প্রতিপালন করেন 'কেহ কেহ ভাষা সমস্যা অনুশীলনে ব্যস্ত। আমি বলি, বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ কি?'[৫]

উনবিংশ শতকের শেষ পাদ থেকেই বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসকে কেন্দ্র করে মুসলিম মানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ধূমায়িত হতে থাকে এবং অবশেষে তা সাময়িক পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ লাভ করে। ইসলাম-প্রচারকের সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা সমূহেও তার অন্যথা দেখি না—এ সব রচনায় বংকিম চন্দ্রের 'মুসলিম-বিদ্বেষে'র বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে।

সমাজ, মাতৃভাষা এবং অংশতঃ শিক্ষা প্রসংগে ইসলাম-প্রচারকের ভূমিকা মোটা-মুটি প্রগতিশীল হওয়া সত্ত্বেও, লক্ষ্য করা যাবে যে, সাধারণভাবে প্রত্রিকাটির দৃষ্টিভংগী ছিল রক্ষণশীল—সনাতনী মূল্যবোধের ওপরে তাঁরা প্রায়শঃই আস্থা স্থাপন করেছেন। স্বধর্মকে রক্ষা করা এবং স্বধর্ম প্রচারই ছিল তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যার প্রচ্ছদ পত্রে এবং সম্পাদকীয় নিবেদনে পত্রিকার লক্ষ্য ও মতবাদ স্পষ্ট করে ব্যক্ত হয়েছে। প্রচ্ছদে ইসলাম-প্রচারককে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ক মাসিক পত্রিকা'। 'সূচনায়' সম্পাদক তাঁর উদ্দেশ্য বিবৃত করছেনঃ 'পরম দয়াময় খোদাওয়ান্দ করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা 'ইসলাম-প্রচারক' প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইসলাম-প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের ন্যায় কার্য্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।...

আমরা ইসলাম-প্রচারকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের অসারতা বিশষরূপে প্রদর্শন করিব।... ইসলামের সৌন্দর্য্য ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে মধ্যে ইসলাম-প্রচারকে দেখান যাইবে।...

বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যকীয় মসলা মসায়েল শিক্ষার সুযোগ অতি অল্পই আছে এ জন্য আমরা ইসলাম-প্রচারকে নিয়মিতরূপে মসলা মসায়েল বাহির করিব। ...আমরা মুসলমানদিগের গৌরবান্বিত ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাকিব। ...ইসলাম-প্রচারকে মহা কোরাণের সরল বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা মাসে মাসে নিয়মিতরূপে বাহির হইবে। ...

... মুসলমান সাধু অর্থাৎ ফকীর দরবেশদিগের তত্ত্বকথা এবং উপদেশমালাও মধ্যে মধ্যে ইসলাম-প্রচারকে স্থান পাইবে। ...

...প্রত্যেক মাসে যতগুলি বিধর্ম্মীর ইসলাম গ্রহণের সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারি, তাহাদের নাম ধামাদি ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত হইবে।...'[৬]

ইসলাম-প্রচারক মাসিক পত্রের প্রথম প্রকাশকাল ভাদ্র, ১২৯৮ [১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯১][৭] — সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, কার্যালয়-কড়েয়া গোরস্থান রোড, কলিকাতা। পত্রিকাটি প্রথম পর্যায়ে দুবৎসর কাল চালু ছিল,[৮] তারপর প্রায় বৎসর সাতেক প্রকাশ বন্ধ থাকে। নব পর্যায়ে ইসলাম-প্রচারকের আবির্ভাব শ্রাবণ, ১৩০৬-এ এবং নবম বর্ষ পর্যন্ত তা অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে— বেঙ্গল লাইব্রেরির ক্যাটালগ অনুযায়ী ১৯১০ খৃস্টাব্দের পর সম্ভবতঃ পত্রিকা আর প্রকাশিত হয় নি।[৯] সম্পাদকের বিবৃতিতে প্রকাশ—আর্থিক সংকট, মুদ্রনালয়ের অসুবিধা এবং চাঁদা পরিশোধে গ্রাহকদের অসহযোগিতা ইত্যাদি কারণে পত্রিকা প্রকাশ অনিয়মিত হয়ে পড়ে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ইসলাম-প্রচারক অবশ্য সম্পাদক-স্বত্বাধিকারীর ব্যক্তিগত সামর্থ্য এবং গ্রাহকদের চাঁদার ওপরেই বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল, তবু, জানা

যায় যে, পশ্চিম গাঁওয়ের নবাব ফয়জুন্নেছা চৌধুরাণী, রংপুর কাঁকিনার জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী প্রমুখ ভূম্যাধিকারী কখনও কখনও পত্রিকাটিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করতেন।

বলা বাহুল্য, ইসলাম প্রচারকে মুদ্রিত নানা সংবাদে, সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও মন্তব্যে এবং বিভিন্ন রচনায় তৎকালীন মুসলিম জীবন ও জনমতের এক বিস্তারিত অধ্যায় বিধৃত হয়েছে। আমরা এখানে সে সকল রচনা থেকে নির্বাচিত অংশ সম্পাদনা করে উদ্ধৃত করে দিলাম। উদ্ধৃতাংশ সমূহ পূর্বোল্লিখিত শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী গ্রন্থনা করা হয়েছে।

শিক্ষা

আমাদের ভবিষ্যত আশা ভরসার স্কুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ছাত্রগণ শিক্ষা- বিভ্রাটে পতিত হইয়া জাতীয় ধর্ম্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ছাঁকা ইংরাজী ও ছাঁকা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহারা স্বধর্ম্মের উন্নত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত থাকিতেছে। একদিকে ইংরাজী শিক্ষার প্রবল আকর্ষণে দুর্বলহৃদয় বাঙ্গালী বালকের অন্তঃকরন ক্রমশঃ বিলাতী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িতেছে; পক্ষান্তরে বাঙ্গালা ভাষার বিকৃত পাঠ্যপুস্তক সকল পাঠ করিয়া তাহারা একেবারেই ধর্ম্মকর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতেছে।

সূচনা : সম্পাদক
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা; ভাদ্র, ১২৯৮।

মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় কতদূর পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছেন তাহা আর কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বঙ্গের মুসলমানগণ সর্ব্ব বিষয়েই পশ্চাদ্বর্তী। আমাদের পূর্বতন মুরব্বিগণ স্ব স্ব সন্তানদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করিতে দেন নাই, তাঁহাদের ধারণা ছিল যে, বালকগণ ইংরেজী শিক্ষা করিলেই ধর্ম্ম জ্ঞানহীন, এমন কি বিধর্ম্মী বা কাফের হইয়া পড়িবে।...উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া সম্ভ্রান্ত

মুসলমানগণ সন্তানদিগকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে বিরত হইলেন, অনেকে পূর্ববৎ আরবী ও পারসী শিক্ষার্থে সন্তানদিগকে নিয়োজিত রাখিলেন,…মুরব্বিদিগের ইংরেজী পড়া সম্বন্ধে ধারণা যে একেবারে অমূলক ছিল, একথা আমরা বলিতে পারি না। কারণ, হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকে উচ্চ ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া, যীশুমন্ত্র গ্রহণ পূর্বক খ্রীষ্টীয়ানদের দলপুষ্টি করিতেছিলেন। এদেশে না হউক উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে অনেকগুলি মুসলমান, ইংরেজী শিক্ষা লাভ করিয়া খৃষ্টীয়ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।…

আজকাল যে ভাবে স্কুল কলেজে শিক্ষা প্রদান করা হয়, কেবলমাত্র এই শিক্ষার উপর নির্ভর করিলে, মুসলমান সন্তান ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিজ্ঞানবিহীন অদ্ভুত জীবে পরিণত হইবেন সন্দেহ নাই; হইবেন বলাও ঠিক নয়, অনেকে ইতিমধ্যে হইয়া পড়িয়াছেন; এবং কুদৃষ্টান্তের আদর্শ স্বরূপ সমাজে অবস্থিতি করিতেছেন।…মুসলমানদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করিতেই হইবে, ইহাতে দ্বিরুক্তি করিবার যো নাই। আর এরূপ মুসলমান আজকাল খুব কমই আছেন, যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে অক্ষম। আজকাল অনেক মৌলানা ও মৌলভী সাহেবগণও স্ব স্ব সন্তানসন্ততিদিগকে আগ্রহের সহিত ইংরেজী শিক্ষা দান করিতেছেন। সুতরাং ইংরেজী শিক্ষার বিদ্বেষচারী লোক মুসলমানদিগের মধ্যে এ সময় নিতান্ত বিরল।

ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে আমরা মত প্রকাশ করিতেছি সত্য, কিন্তু ইহার শিক্ষা প্রণালীতে যে দোষ আছে, তাহার প্রতিকার হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরেজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্ম্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞান পরিশূন্যতা। ধর্ম্ম বিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্ম্মমত নাস্তিকের কাছাকাছি।…

আমাদিগকে ইংরেজী শিক্ষা করিলেই যে জাতীয় শিক্ষা পরিহার করিতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। পার্থিব উন্নতি সাধন জন্য আমাদিগের ইংরেজী শিক্ষার দরকার। শুধু সেই দরকারটুকুর সাহায্য ইহার নিকট হইতে লইতে হইবে। তবে প্রয়োজন মতে ইসলামের অনুকূল ইংরেজী, ফরাসী বা জর্ম্মান ভাষার গ্রন্থমালা

পাঠ করিয়া উপকার লাভে বঞ্চিত হইতে চাই না। কিন্তু ধর্ম্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে আরবী, পারসী এবং উর্দ্দু হইতে।...

দুঃখের বিষয়, অনেকেই জাতীয় ৫টা ভাষার মধ্যে ৩টাকে (আরবী, পারসী ও উর্দ্দু) বিদায় দিয়া, কেবলমাত্র বাঙ্গালা ও ইংরেজী শিক্ষা দিয়া সন্তানদিগকে সংসার ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, কেহ কেহ বা বাঙ্গালা বাদ দিয়া, পারসী ও ইংরেজী পড়ানই প্রশস্ত মনে করেন। ইহার কোন পন্থাই সমীচিন নহে।

মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস: এব্‌নে মাআজ
৪র্থ বর্ষ, ৯ম ও ১০ সংখ্যা; ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৮

বঙ্গ দেশে আজকাল বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস স্থাপন সম্বন্ধে বেশ একটু আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। এতদিন কলিকাতা মাদ্রাসা, ঢাকা মাদ্রাসা হুগলি মাদ্রাসা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসায়ই কেবলমাত্র মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য বোর্ডিং ছিল। কয়েক বৎসর যাবৎ কতিপয় উন্নতহৃদয় উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের প্রাণপণ চেষ্টায় বঙ্গদেশে কয়েকটী মুসলমান ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে।...

বোর্ডিং সম্বন্ধে পূর্ব ও উত্তর বাঙ্গালা গৌরবান্বিত। মধ্য ও পশ্চিম বাঙ্গালা আজিও নীরব এবং নিস্পন্দ। যদিও কলিকাতা মাদ্রাসার বিরাট বোর্ডিং দ্বারা মধ্য বাঙ্গালার গৌরব রক্ষা পাইতেছে; কিন্ত পশ্চিম বাঙ্গালার, গৌরব করিবার কিছুই নাই। বর্দ্ধমান, হুগলি, মেদিনীপুর বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলা এ সম্বন্ধে একেবারে নিশ্চেষ্ট!! ঐ সকল জেলায় ইহার কোন আন্দোলনও শুনা যাইতেছে না।

যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বঙ্গদেশে শীঘ্রই বহুতর মুসলমান ছাত্রাবাস স্থাপিত হইবে। কিন্ত এই সকল ছাত্রাবাস কিভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত, ছাত্রদিগের জন্য কি কি নিয়ম প্রবর্তিত হওয়া চাই, তৎসম্বন্ধে বিস্তৃতরূপ আলোচনা করা আবশ্যক। শুধু ছাত্রদিগের থাকিবার একটা আড্ডা হওয়াই যদি বোর্ডিং স্থাপনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে সেরূপ বোর্ডিং এর কোন মূল্য নাই।

মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস: এব্‌নে মাআজ
৪র্থ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা; ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৮।

মোসলমান শিক্ষা সভা চট্টগ্রাম
স্থাপিত ১৮৯৯ ইং

এই জেলাতে মোসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ প্রদানার্থে মোসলমান শিক্ষা-সভা স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই সভা নিম্নলিখিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন ঃ

১। মোসলমান ছাত্রদিগের জন্য একটি ছাত্রনিবাস স্থাপন। স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর প্রতি সম্মান চিহ্ন স্বরূপ এই ছাত্রনিবাসের নাম "চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোষ্টেল" রাখা হইয়াছে।

২। একটি পাঠাগার স্থাপন। এই সভার ভূতপূর্ব সভাপতি লী সাহেব বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ এই পাঠাগারের নাম "লী ইসলামিয়া রিডিং রুম" রাখা হইয়াছে।

৩। একটি পুস্তকালয় স্থাপন। স্থানীয় জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খাঁ মরহুম হোষ্টেল ইত্যাদি নির্ম্মাণের জন্য শহরের মধ্যভাগে সুপরিচিত জুমা মসজিদের পার্শ্বস্থ ২০০০৲ হাজার টাকার অধিক মূল্যের সুন্দর স্বাস্থ্যজনক অনতিউচ্চ পাহাড়টি বিনামূল্যে সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদার দ্বারা প্রায় ৫০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।···

উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হইলে, সভা উপযুক্ত গরিব মোসলমান ছাত্রদিগকে মাসিক বৃত্তি এবং সাহায্য প্রদান করিয়া, তাহাদের বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য এবং হাদিস তফসির শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। ···

···মোসলমান মাত্রেরই সম্মিলিত চেষ্টা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থাপন্ন এবং সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর এই কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে।

সি. জে. এস. ফল্ডার,
কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ
সভাপতি, মোসলমান শিক্ষা সভা, চট্টগ্রাম
আবদুল আজিজ বি. এ.

চট্টগ্রাম
৮ই জুন, ১৯০৩

সম্পাদক, মোসলমান শিক্ষা সভা, চট্টগ্রাম

আবেদন পত্র

৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা ; শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০

প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির বৈঠক, রাজশাহী জেলায় হইতে পারে কিনা, তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করিবার জন্য ১৪ই ও ১৫ই কাৰ্ত্তিক (১৩১০) মোতাবেক ৩০শে, ৩১শে অক্টোবর (১৯০৩) তারিখে রামপুর-বোয়ালিয়া হাতেম খাঁ মসজিদে রাজশাহী জেলার মুসলমানগণের একটি সভা হয়। কলিকাতা মোহাম্মাদান ইউনিয়ন সভার পক্ষ হইতে মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ও মির্জ্জা মৌলভী মোহাম্মদ ইউসফ আলী সাহেব রাজশাহী জেলার মুসলমানদিগকে প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য ও উপকারিতা বুঝাইয়া কার্য্যে উৎসাহিত করিবার জন্য সভাস্থলে উপস্থিত হন।...

তাঁহাদের বর্ণনা শ্রবণে উপস্থিত জনগণ নিরতিশয় উৎসাহিত হইয়া, শিক্ষা সমিতির ১ম বৈঠক যাহাতে রামপুর বোয়ালিয়া শহরে হইতে পারে, তাহার অভিলাষ প্রকাশ করেন। নাটোরের স্বনামখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ এরশাদ আলী খাঁ চৌধুরী সাহেব, করুণাময় আল্লাহতাআলার করুণার উপর নির্ভর করিয়া, রাজশাহীর মুসলমানগণের পক্ষ হইতে শিক্ষা সমিতিকে আগামী ১৯শে, ২০শে চৈত্র, রামপুর বোয়ালিয়া শহরে বৈঠক করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবার অভিলাষ জ্ঞাপন করেন।...

রাজশাহী জেলার শিক্ষা তহবিল সংগ্রহ করিবার জন্য এবং প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে আগত মেম্বর ও প্রতিনিধিগণের আহার ও বাসস্থান প্রভৃতি নানা বিষয়ক সুবিধাকরণ জন্য, কার্য্যপরিচালক ও কার্য্যনির্বাহক কমিটি এবং সর্ব-সাধারণের সম্মুখে উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিবার জন্য প্রচারক প্রতিনিধি নির্বাচিত হইল।

বঙ্গীয় শিক্ষা সমিতি সম্বন্ধে রাজশাহী, রামপুর বোয়ালিয়া সভার কার্য্যবিবরণী

৫ম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা ; আশ্বিন-কাৰ্ত্তিক, ১৩১০

আমরা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের নিমিত্ত এক প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি স্থাপন করিতে মনস্থ করিয়াছি। ১৯০৩ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা মহাম্মাডান

ইউনিয়নের বাৎসরিক অধিবেশন হয়। অনারেবেল জাষ্টিস্ সৈয়দ আমির আলি সি· আই· ই· মহোদয় ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। উক্ত অধিবেশনে "মুসলমান শিক্ষা সমিতি" স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাব করা হয়। ...উক্ত শিক্ষা-সমিতির কি কি উদ্দেশ্য, তাহা বিস্তৃতরূপে নিম্নে বর্ণিত হইতেছে।···

(ক) রেসিডেনশ্যাল কলেজ স্থাপন—বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একটি মাত্রও ফাষ্ট গ্রেড কলেজ নাই। তাহাদের উচ্চশিক্ষার জন্য একটি কলেজ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু কলেজটি বাসোপযোগী (residential) হওয়া বাঞ্ছনীয়। এরূপ কলেজ স্থাপিত হইলে, মফঃস্বলবাসী মুসলমান ছাত্রগণের বিশেষ সুবিধা হইবে। যাহাতে আরবী, পারসী, উর্দ্দু, ইংরাজী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাসমূহ সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং তৎসহ ধর্ম্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বিশেষ সুবিধা হয়, এইরূপ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রেসিডেনশ্যাল কলেজ স্থাপন করা শিক্ষা সমিতির পরোক্ষ প্রধান উদ্দেশ্য।

(খ) অনুবাদ বিভাগ—আরবী, পার্সী, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থসমূহ সরল বাঙ্গালায় তরজমা করিলে, বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বিশেষ উপকার হইবে।···

(গ) গ্রন্থাবলী সংগ্রহ ও গ্রন্থরচনা—আজকাল আরবী পার্সীর অনাদর বশতঃই হউক, কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক, সে সকল (মূল্যবান প্রাচীন গ্রন্থ) আর প্রকাশিত হয় না···ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে, সাহিত্যজগতের এক মহৎ উন্নতি সাধিত হইবে, মুসলমান সমাজের মান-মর্য্যাদা বর্দ্ধিত হইবে, এবং মুসলমান সাহিত্যও সমৃদ্ধি লাভ করিবে।···

(ঘ) বাণিজ্য শিক্ষা ও শিল্প বিদ্যালয়—এই দুই প্রকার শিক্ষার অভাব আমাদের দেশে প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়।...আমাদের সমাজে বাণিজ্য ও শিল্প শিক্ষা বিস্তার হইলে যথেষ্ট ফল লাভ হইতে পারে।

(ঙ) স্ত্রী-শিক্ষা—আমাদের সমাজে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য।···

(চ) ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার—"ওয়াজ" ও "নসিহত" দ্বারা সাধারণ মুসলমান-

দিগকে "শরিয়ৎ" কার্য্যে রত করা এবং "শিরক্" ও "বেদাৎ" হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করা, শিক্ষা-সমিতির অন্যতম উদ্দেশ্য।...

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি ঃ এস. ডব্লিউ হোসেন
৫ম বর্ষ, ৯ম-১০ম এবং ১১শ-১২শ সংখ্যা ; আশ্বিন-কার্ত্তিক এবং অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০।

আমাদের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্য শিক্ষালোক প্রাপ্ত এমনই ধাঁধায় পড়িয়াছেন যে, ইসলামের প্রকৃত গৌরব, প্রকৃত মাহাত্ম্য, প্রকৃত উদ্দেশ্য ভ্রম-বারিধি-নীরে বিসর্জ্জন দিয়া, কতটা নাস্তিক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপ হইবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ তাঁহাদের ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্রে ও ধর্ম্মজ্ঞানে অনভিজ্ঞতা, দ্বিতীয় কারণ শিক্ষা প্রণালীর দোষ। যে সকল মুসলমান যুবক ইংরাজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা একঘেয়ে বিজাতীয় ভাষা শিক্ষায় সর্বতোভাবে অভিনিবিষ্ট হওয়া বশতঃ, আপনাদের জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থাদি পড়িতে বা উপযুক্ত ধার্ম্মিক পুরুষদিগের নিকট ধর্ম্মতথ্য শুনিতে অনিচ্ছুক হন।...

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষা প্রণালীর দোষ, এ দোষের সংস্কার হওয়া অসম্ভব। বিধর্ম্মী হিন্দু প্লাবিত দেশে, বিধর্ম্মী খৃষ্টান গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গতি কে রোধ করিবে? যতদিন না আমাদের মনের মতন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, ততদিন আমাদের এই সর্ব্বনাশের পথ কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না।...

আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার একদিকে যেমন আনন্দপ্রদ, অন্যদিকে তেমনই ভীষণ আতঙ্কজনক। পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম শুধু পার্থিব উন্নতি এবং পার্থিব সৌভাগ্যলাভের জন্য নহে। পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়বিধ উন্নতি যুগপৎ লাভ করাই এই বিশ্বজনীন শান্তিময় ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! পাশ্চাত্য শিক্ষিত যুবকগণ সেই উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়া, বিপথে গিয়া পড়িতেছেন।...

...পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদিগের মধ্যে যাহারা নামাজ রোজার বিদ্বেষী, তাহারা কদাচ বিশ্বাসী মুসলমান নহেন—বরং নাস্তিক বিশেষ। ইহাদের বিষাক্ত সহবাসে আরও অনেক যুবক বা বালকের সর্বনাশ হইতেছে। দিন দিন এই শ্রেণীর লোকের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিয়া আমরা আতঙ্কিত হইয়াছি। ইহাদের ভ্রষ্টচারিতা

ও ভণ্ডামী অতীব ভয়াবহ।... বিপরীত শিক্ষা, বিধর্ম্মী বা ইসলাম অবিশ্বাসী লোকদিগের সহবাস, আত্মধর্ম্মে অনবিজ্ঞতা, এই তিনটি কারণেই মুসলমান যুবকগণের ধর্ম্ম-বিশ্বাস এইরূপ ভয়াবহ হইয়া থাকে। সুতরাং এদেশের বর্তমান শিক্ষা প্রণালী যে মুসলমানদিগের পক্ষে নিতান্ত মারাত্মক, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমাদের কি করা উচিত ? ঃ এবনে মাআজ
৫ম বর্ষ, ১১শ ১২শ-সংখ্যা ; অগ্রহায়ন পৌষ, ১৩১০

পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সম্মতিতে স্বীয় অধীনস্থ বিদ্যালয় সমূহে এই ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন যে, জুমার দিন সমুদয় মুসলমান শিক্ষক ও ছাত্রকে জুমার নামাজ পড়িবার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টার ছুটি দেওয়া হইবে। আমরা এজন্য পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট ও তত্রত্য শিক্ষা বিভাগীয় ডাইরেক্টার বাহাদুরকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট কি এই নিয়ম স্বীয় অধীনস্থ শিক্ষা বিভাগে প্রবর্ত্তিত করিবেন না? ভরসা করি, আন্দোলন করিলে এদেশেও ফলপ্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

বর্তমান নব্য সম্প্রদায় প্রায়ই নিরবলম্বনে ভাসমান তৃণগুচ্ছের ন্যায় ভাসিয়া আসিয়া কূলে লাগিয়াছে। ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধবাদীদের এই দোষ অনেকটা নহে কি? সময়ের গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারে? সুতরাং সময়ের গতি বুঝিয়া অবস্থানুসারে ব্যবস্থা করিলে এ বিভ্রাট ঘটিত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা ইংরাজী শিক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইংরাজী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতা দেখাইয়া আসিয়াছেন, ফল এই হইয়াছে—আমরা সব কূল হারাইয়াছি। ব্যবস্থার ত্রুটিতে আমাদিগকে মুসলমান-ধর্ম্ম-গন্ধবিহীন বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃতের বুকনি শিখিতে হইয়াছে। তাহারই বিষময় ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছে।...যাঁহারা আমাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত তাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রোনুমোদিত পাঠ্য নির্দ্দেশ না করিয়া, হিন্দু ও খৃষ্টিয়ান নীতি অনুমোদিত পাঠ্যে আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন। ইহাও সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষায় ঔদাসীন্যের আর একটি ফল

নহে কি? ধর্ম্ম প্রচারক মৌলবী মোল্লা সাহেবেরা ইংরাজী বাঙ্গালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, ইংরাজী শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ে ওয়াজ নছিহত করিলে, বোধ হয় সমাজচিত্র ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাইতাম।...

প্রত্যেক মুসলমান বালকের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইলে, অন্যান্য শিক্ষার সহিত কোরাণ শরিফ ও নিত্য কর্ম্মোপযোগী ক্রিয়াপদ্ধতি ও মসলা-মসায়েল শিক্ষা দেওয়া উচিত, Dril ও Drawing-এর ন্যায় অথচ compulsory ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু নিরপেক্ষ খৃষ্টিয়ান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে এণ্ট্রেন্স স্কুল আছে, সেখানে একজন মৌলভী রাখার চেষ্টা আবশ্যক (অবশ্য মুসলমান ছাত্রের যেখানে অস্তিত্ব আছে সেইখানে)। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন শত শত স্থান রহিয়াছে, যেখানে এণ্ট্রেন্স স্কুল তো দূরের কথা, কোন প্রকার বিদ্যালয়ই নাই। নিম্ন শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সহিত বাঙ্গালা শিক্ষার সামান্য বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষকগণ প্রায়ই হিন্দু। আর মুসলমান হইলেও তাঁহারা এক বাঙ্গালা ছাড়া বড় কিছু জানেন না ··· ··· তাঁহাদের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষা ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে—প্রায়ই সর্বতোভাবে হিন্দুভাবাপন্ন।

বর্তমানে শিক্ষা সংস্কারের বিধানানুসারে নূতন শিক্ষক প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান ছাত্রের জন্য বেশীরভাগে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারে, এমন মুসলমান শিক্ষক প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : আফতাব উদ্দীন আহমদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ; আষাঢ়, ১৩১১

সে দিন কলিকাতার মোসলেম ইনষ্টিটিউটে আল্লামা শিবলী মহোদয় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান প্রণালীতে মুসলমানদিগের শিক্ষালাভ হইলে, কিছুদিন পরে মসজেদ সমূহ 'বিরাণ' হইবে।...মৌলভী মনিরুজ্জমান প্রমুখ সোলতান পরিচালকগণ এইরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষারই পক্ষপাতী। সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন মিঞার একটি প্রবন্ধেও এ বিষয় খুব জোরে শোরে প্রমাণিত করা হইয়াছে। আলিগড় কলেজ সম্বন্ধে যে দুর্ণাম ছিল, উহার কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই দুর্নাম দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, আর আমাদের বঙ্গের কতিপয়

মুসলমান নামধারী অধর্ম্মাধীন যুবক ধর্ম্মের পবিত্র বন্ধনী ছিন্ন করিতে উদ্যত।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; বৈশাখ, ১৩১৩

বাকরগঞ্জ জেলার শতকরা ৬৯ জন অধিবাসীই মুসলমান এবং তাহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবি। যে শস্যের জন্য বাকরগঞ্জ গৌরবান্বিত, তাহা প্রধানতঃ মুসলমানদিগের হস্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুসলমান জমীদারের সংখ্যা অল্প হইলেও তালুকদার, হাওলাদার প্রভৃতি নিম্নবর্তী ভূম্যধিকারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ শরীফ মুসলমানও হাজারে হাজারে এই জেলার বিভিন্ন অংশে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা বিষয়ে এই জেলা বঙ্গের অন্যান্য সকল জেলা হইতেই একান্ত পশ্চাৎপদ। শিক্ষার বিমল রশ্মি এই জেলার মুসলমানদিগের মধ্যে আদৌ প্রবেশ লাভ করে নাই।... এই জেলার ভোলা মহকুমা নোয়াখালী জেলার সন্নিকটবর্তী বলিয়া তথায় সাধারণতঃ আরবী পারসী শিক্ষা—অর্থাৎ দিনি এলেম শিক্ষার একটু চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সাংসারিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার কোনও উৎকর্ষতা ঐ মহকুমায় দৃষ্ট হয় না। পটুয়াখালি, পিরোজপুর এবং সদরের এলাকায় শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। তাঁহাদের অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল নহে যে, সন্তানসন্ততির শিক্ষার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।...

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, প্রথমতঃ নিম্ন শিক্ষার উন্নতির জন্যই অধিক পরিমাণে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদি যাহাতে জেলার সর্বত্র বহুল পরিমাণে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাকরগঞ্জ জেলার মুসলমান শিক্ষা সমিতি ঃ রিপোর্টার
৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ইংরাজ আমলে লর্ড বেণ্টিকের সময় আদালতে পারস্য ভাষা লোপ হইয়া

নহে কি? ধর্ম্ম প্রচারক মৌলবী মোল্লা সাহেবেরা ইংরাজী বাঙ্গালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, ইংরাজী শিক্ষার সহিত ধর্ম্ম শিক্ষার বিষয়ে ওয়াজ নছিহত করিলে, বোধ হয় সমাজচিত্র ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাইতাম।...

প্রত্যেক মুসলমান বালকের ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইলে, অন্যান্য শিক্ষার সহিত কোরাণ শরিফ ও নিত্য কর্ম্মোপযোগী ক্রিয়াপদ্ধতি ও মসলা-মসায়েল শিক্ষা দেওয়া উচিত, Dril ও Drawing-এর ন্যায় অথচ compulsory ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। কিন্তু নিরপেক্ষ খৃষ্টিয়ান গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। যেখানে এণ্ট্রেস স্কুল আছে, সেখানে একজন মৌলভী রাখার চেষ্টা আবশ্যক (অবশ্য মুসলমান ছাত্রের যেখানে অস্তিত্ব আছে সেইখানে)। কিন্তু বাঙ্গালায় এমন শত শত স্থান রহিয়াছে, যেখানে এণ্ট্রেস স্কুল তো দূরের কথা, কোন প্রকার বিদ্যালয়ই নাই। নিম্ন শিক্ষার প্রসার বৃদ্ধির সহিত বাঙ্গালা শিক্ষার সামান্য বন্দোবস্ত হইয়াছে, কিন্তু শিক্ষকগণ প্রায়ই হিন্দু। আর মুসলমান হইলেও তাঁহারা এক বাঙ্গালা ছাড়া বড় কিছু জানেন না ... ... তাঁহাদের রুচি ও শিক্ষা-দীক্ষা ইসলাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে—প্রায়ই সর্বতোভাবে হিন্দুভাবাপন্ন।

বর্তমানে শিক্ষা সংস্কারের বিধানানুসারে নূতন শিক্ষক প্রস্তুত করার চেষ্টা হইতেছে। মুসলমান ছাত্রের জন্য বেশীরভাগে প্রয়োজনীয় ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারে, এমন মুসলমান শিক্ষক প্রস্তুত করা আবশ্যক।

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা : আফতাব উদ্দীন আহমদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা; আষাঢ়, ১৩১১

সে দিন কলিকাতার মোসলেম ইনষ্টিটিউটে আল্লামা শিবলী মহোদয় যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান প্রণালীতে মুসলমানদিগের শিক্ষালাভ হইলে, কিছুদিন পরে মসজেদ সমূহ 'বিরাণ' হইবে।...মৌলভী মনিরুজ্জমান প্রমুখ সোলতান পরিচালকগণ এইরূপ ধর্ম্মহীন শিক্ষারই পক্ষপাতী। সিরাজগঞ্জের ইসমাইল হোসেন মিঞার একটি প্রবন্ধেও এ বিষয় খুব জোরে শোরে প্রমাণিত করা হইয়াছে। আলিগড় কলেজ সম্বন্ধে যে দুর্ণাম ছিল, উহার কর্ত্তৃপক্ষগণ সেই দুর্নাম দূর করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন, আর আমাদের বঙ্গের কতিপয়

মুসলমান নামধারী অধর্ম্মাধীন যুবক ধর্ম্মের পবিত্র বন্ধনী ছিন্ন করিতে উদ্যত।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; বৈশাখ, ১৩১৩

বাকরগঞ্জ জেলার শতকরা ৬৯ জন অধিবাসীই মুসলমান এবং তাহাদের অধিকাংশ কৃষিজীবি। যে শস্যের জন্য বাকরগঞ্জ গৌরবান্বিত, তাহা প্রধানতঃ মুসলমানদিগের হস্তেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। মুসলমান জমীদারের সংখ্যা অল্প হইলেও তালুকদার, হাওলাদার প্রভৃতি নিম্নবর্ত্তী ভূম্যধিকারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। সম্ভ্রান্ত অর্থাৎ শরীফ মুসলমানও হাজারে হাজারে এই জেলার বিভিন্ন অংশে বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু নিতান্ত দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, শিক্ষা বিষয়ে এই জেলা বঙ্গের অন্যান্য সকল জেলা হইতেই একান্ত পশ্চাৎপদ। শিক্ষার বিমল রশ্মি এই জেলার মুসলমানদিগের মধ্যে আদৌ প্রবেশ লাভ করে নাই।... এই জেলার ভোলা মহকুমা নোয়াখালী জেলার সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া তথায় সাধারণতঃ আরবী পারসী শিক্ষা—অর্থাৎ দিনি এলেম শিক্ষার একটু চর্চ্চা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান সময়ে সাংসারিক উন্নতির প্রধান অবলম্বন ইংরেজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার কোনও উৎকর্ষতা ঐ মহকুমায় দৃষ্ট হয় না। পটুয়াখালি, পিরোজপুর এবং সদরের এলাকায় শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মুসলমানদিগের অবস্থা প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। তাঁহাদের অবস্থা এরূপ স্বচ্ছল নহে যে, সন্তানসন্ততির শিক্ষার জন্য উপযুক্তরূপ অর্থ ব্যয় করিতে পারেন।...

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে যে, প্রথমতঃ নিম্ন শিক্ষার উন্নতির জন্যই অধিক পরিমাণে মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। পাঠশালা, মক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল ইত্যাদি যাহাতে জেলার সর্বত্র বহুল পরিমাণে স্থাপিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বাকরগঞ্জ জেলার মুসলমান শিক্ষা সমিতি : রিপোর্টার
৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

ইংরাজ আমলে লর্ড বেন্টিকের সময় আদালতে পারস্য ভাষা লোপ হইয়া

ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত হইলে, এই দুই ভাষায় তাহারা (হিন্দুগণ) এত উন্নতি দেখাইলেন যে, তন্দ্রাভিভূত মুসলমানগণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ইংরাজী বিজাতীয় ভাষা কাফেরের ভাষা, ইংরাজী শিখিলে দোজখে যাইতে হইবে, এই সকল কুসংস্কার তাহাদের মনে অধিকার স্থাপন করিল। কিন্তু জীবন সংগ্রামে হার মানিয়া জঠরের জ্বালায় ঠেকিয়া এখন বুঝিতে পারিয়াছেন এই সকল ধারণা হৃদয়ে পোষণ করা অন্যায়। সুখের বিষয় এই সকল ভাব বর্ত্তমাম সময় শনৈঃ শনৈঃ অন্তর্হিত হইতেছে। এখন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখিতেছেন হাটে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে শয়নে স্বপনে সাংসারিক কার্য্যকলাপে ইংরাজীই ইংরাজী। ইংরাজী ভাষার শান্তি প্রদায়িনী ছায়ায় না আসিলে পদে পদে লাঞ্ছিত হইতে হয়, এই বিষয় বহুদর্শিতা শিক্ষা দিয়াছে, এবং তাহারা বেশ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন, অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিষময় পরিণাম কি ? শিক্ষিত মুসলমান মাত্রেই প্রেরিত পুরুষের নীতি বিশেষ অবগত আছেন ... বিদ্যা যদি চীন দেশেও থাকে, তবে যাইয়া শিক্ষা কর অর্থাৎ বিজাতীয় ভাষায় বিদ্যা থাকিলেও সেই ভাষা হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইবে। তবে ইংরাজী ভাষার দিকে মুসলমানদিগের উদাসীনতার কারণ কি ?... ইংরাজী ভাষা শিক্ষা আমাদের মধ্যে যতই সর্ব্বব্যাপী হইবে, ততই আমরা ক্রমোন্নতি পথে ধাবিত হইব।

মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতনঃ আবদুল হক চৌধুরী
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

...এরূপ শ্রেণীর মৌলভিগণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান দর্শন "কুফরে কালাম" ও ইংরাজী শিক্ষা "এল্‌মে বেদিন"। এ জন্য মুর্খগণ সচরাচর এই বাক্যের উপর নির্ভর করে। ইহার পরিণাম মুসলমান জাতির পতন ও ধ্বংস। কেবল ভারতবর্ষীয় মুসলমানদিগের ভাগ্যেই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে।... অতএব হে মুসলমান ভ্রাতাগণ! যদি মঙ্গল চাও, তবে ঐ সকল অন্ধ বিশ্বাস পরিত্যাগ কর। ইহা অল্প শিক্ষিত আলেম, ফাজেল, মৌলভি, ওয়ায়েজ প্রভৃতি উজ্জ্বল উপাধিধারী কাঠ-মোল্লাগণের স্বরচিত বচন মাত্র। ইহার ভিত্তি ইসলাম ধর্ম্মে কোরাণে বা হাদিসে কোন স্থানেই নাই। তাহারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদিগকে বিবিধ অলীক ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদিস বলিয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করে ও এইরূপে তাহাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়া রাখিয়াছে।...যদি মঙ্গল চাও তাহা হইলে বিবিধ বিলাস

প্রিয়তা অর্থাৎ আহার-বিহার পরিচ্ছদের জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় কর, তাহা ত্যাগ কর ও ভূসম্পত্তি লইয়া সামান্য কারণে অনর্থক বিবাদ করিয়া আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করত অজস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া হৃতসর্বস্ব না হইয়া সেই অর্থে তোমাদিগের সন্তানগণের বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ব্যয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হও।

মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষার অবনতির কারণঃ মোহাম্মদ কে· চাঁদ
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

আঞ্জুমনে মুসলমানানে বাঙ্গালার উদ্যোগে ইতিমধ্যেই ৪০টির উপর বৃত্তি মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য নির্দিষ্ট হইয়াছে, ইহা আশার কথা। কিন্তু আমরা উক্ত আঞ্জুমনকে বিনীতভাবে অনুরোধ করিতেছি যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা অনুসারে কতিপয় ছাত্রকে শিল্প, বিজ্ঞান ও আধুনিক কৃষি প্রণালী শিক্ষার জন্য ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করুন। ইহা ভিন্ন অর্থাগমের উৎকৃষ্ট উপায় হইবে না।... কেবল উকীল মোক্তার বা চাকুরীজীবির সংখ্যা বৃদ্ধি করিলে প্রকৃত প্রস্তাবে জাতীয় উন্নতি সাধিত হইবে না। এক্ষণে অর্থাগমের জন্য শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতিকল্পে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে।

সম্পাদকীয় মন্তব্য
৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

সমাজ

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত রিয়াঘাটে "আঞ্জামান আহমদী" সভার পরিচালকগণ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের সাধু জমাতের লোকগুলি সভার বিরুদ্ধাচারণ করিতেছে। সাধু জমাতভুক্ত লোকগুলি নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। ইহারা নমাজ, রোজা প্রভৃতি কার্য্যকে বাহুল্য মনে করে, এবং লোকদিগকে ঐরূপে বিপথে লইবার চেষ্টা করে। আমরা দেখিতেছি, এই "ফকীর মতাবলম্বী" লোকগুলি পবিত্র ধর্ম্মের জ্যোতিঃ দিন দিনই বিনষ্ট করিতেছে। সকলেরই ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।

ধর্ম্ম সংবাদ
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; আশ্বিন, ১২৯৮

কালক্রমে মুসলমানদিগের মধ্যেও জাত্যাভিমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ... ভারতীয় মুসলমানগণ পৌত্তলিক হিন্দুদিগের সংস্পর্শে থাকিয়া থাকিয়া হিন্দু রীতিনীতির সম্পূর্ণ অনুগামী হইয়া পড়িয়াছেন। এই দেখুন, যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে ইসলাম ধর্মে কঠোর আদেশ রহিয়াছে, সেই বিধবা বিবাহও ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকস্থল হইতে উঠিয়া গিয়াছে। কলিকাতার সন্নিকটস্থ গঙ্গার পরপার হইতে সুদূর হিন্দুস্থান পর্যন্ত এই বিশাল ভূভাগের মুসলমান সমাজে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই। এইরূপে পীরপূজা, দরগাহপূজা, বিবাহাদি কার্য্যে পৌত্তলিকানুষ্ঠান, পোষাক পরিচ্ছদ, চালচলন প্রভৃতি প্রত্যেক কার্য্যই পৌত্তলিকতাপূর্ণমূলক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনেক নিকৃষ্ট আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড আয়ত্ত্ব করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন "কুলীন" আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ শরীফ আছেন। আজকাল বঙ্গদেশের অনেকস্থলে এইরূপ শরিফদিগের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে। পূর্ব বাঙ্গালার মধ্যে বরিশাল জেলাটি এ সম্বন্ধে বোধহয় অগ্রগণ্য। আমরা বরিশাল জেলা হইতে এতৎ সম্বন্ধে একখানি বিস্তৃত পত্রও প্রাপ্ত হইয়াছি।... এই সকল হীনচেতা শরিফ মহোদয়গণ কৌলিন্য মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নীচ শ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষকশ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করিবার সময় "বিবাহের পণ" দাবি করিয়া বসেন। ত্রিশ চল্লিশ টাকা হইতে দুশ, পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্য্যন্ত একটি মেয়ে বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্ম্মের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ।

সমাজ কালিমা
২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

...হজরত মাওলানা কেরামত আলি মরহুম মগফুরের আগমনের পূর্বে, বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমানগণ পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ... মুসলমানগণ নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া, নানাপ্রকার হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনসা পূজা, শীতলাপূজা, ষষ্ঠী পূজা, সত্য-পীরের পূজা, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এ সমস্ত কার্য্য মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীরপূজা, দরগাপূজা, দরগাঘরে নানা-বিধ বেদাতী কার্য্য, মহরমের সময় তাজিয়াদারী, জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, খৎনা ও স্ত্রীলোকের প্রথম

রজস্বলা উপলক্ষে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।

মাওলানা হাফেজ আহম্মদ সাহেব
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ; আষাঢ়, ১২৯৯

ধীরে ধীরে সমাজে শিক্ষার আলোক প্রবেশ করিতেছে, বৎসরের পর বৎসর মাদ্রাসা পাশ মৌলবী ও কলেজ পাশ গ্র্যাজুয়েটের ফলে সমাজ পুষ্ট হইতেছে— কিন্তু জীবনীশক্তি, জ্বলন্তভাব, কর্ম্মঠ হৃদয়, চিন্তাশীল মস্তিষ্ক এবং উদ্দীপনা শক্তি তাহাতেও যেন লক্ষিত হইতেছে না। সকলেই যে নীরব—নিস্তব্ধ নির্জীব !! কাহারও যেন আত্মার তেজঃ নাই—মনে বল নাই। অনুদিন সমাজে শত শত অন্যায় অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইতেছে—সামাজিক আচার ব্যবহারে এবং ধর্ম্মের ক্রিয়াকাণ্ডে শত শত কুসংস্কার বদ্ধমূল রহিয়াছে—বিধর্ম্মীর অত্যাচারে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইতেছে—দরিদ্রতার ভারে বঙ্গীয় মুসলমান অবনত মস্তক হইয়া পড়িয়াছে—মূর্খ ধর্ম্মযাজকদিগের দ্বারা নির্ম্মল ইসলাম কলঙ্কের পঙ্কে লিপ্ত হইতেছে—সমাজে মামলা-মোকদ্দমা হিংসা-বিবাদ নিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে—প্রবল দুর্বলের মাথা ভাঙ্গিয়া মস্তিষ্ক ভক্ষণ করিতেছে—মাদক সেবন এবং দ্যূত ক্রীড়ায় সমাজ অলস এবং জড় প্রকৃতি হইয়া পড়িতেছে—শিল্প বাণিজ্য ব্যবসায় মুসলমান সমাজ হইতে সম্যক বিদায় গ্রহণ করিতে বসিয়াছে, মাদ্রাসা সমূহের অপূর্ব শিক্ষায় ইসলামের মূল ভিত্তি টলিতে বসিয়াছে—স্বার্থপর মূর্খ মোল্লাদিগের হল্লায় "হানিফী" ও "লামজহাবী" বিবাদে সমাজের একতাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইতেছে—এক কথায় বলিতে গেলে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ আসন্ন ধ্বংসের পথে তীব্রগতিতে ধাবিত হইয়াছে—কিন্তু হায়! এ গতি ফিরাইবার জন্য কাহারও যেন অনুমাত্র চেষ্টা এবং উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে না।

জ্বলন্ত প্রাণ ঃ সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
৪র্থ বর্ষ, ৯ম ও ১০ম সংখ্যা ; ফাল্গুন চৈত্র, ১৩০৮

দেশের পর দেশ, জাতির পর জাতি উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, কেবল বঙ্গীয় মুসলমানগণ কেন পেছনে পড়িয়া? আমরা অতি উচ্চস্বরে বলিব, তাহাদের মধ্যে বহু ভণ্ড নেতা আছে, প্রকৃত নেতা কেহই নাই, তাই তাহারা জাগ্রত হইয়া কর্ম্মের মন্ত্রে দীক্ষিত হইতেছে না। পাঞ্জাবের ও যুক্ত প্রদেশের, বোম্বাইর ও মাদ্রাজের মুসলমানগণ যাহা করিতেছেন, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় প্রদেশে জাতীয় উত্থানের জন্য যেরূপ অকান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে এমন

কোন কার্য্য বঙ্গীয় মুসলমানগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে? বাঙ্গালার মুসলমানগণ পারেন অন্যায় বিবাদ বিসম্বাদে প্রমত্ত হইয়া, আদালতের দ্বারে অর্থের অঞ্জলি দিয়া নিঃস্ব হইতে, তাঁহারা পারেন মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে প্রিয় সাথী করিয়া দুর্বহ জীবনকে আরও দুর্বহ করিতে। ... নাচের মজলিশে যাও, বাঙ্গালী মুসলমানকে তথায় প্রধান পাণ্ডা দেখিবে। কোনও সভাসমিতিতে যাও, তাহাদের একজনকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হইবে। যে দেশের অর্দ্ধেক অধিবাসী মুসলমান, সেই দেশের যে কোনও বিদ্যালয়ে প্রবেশ পূর্বক মুসলমান বালকের সংখ্যা নির্ণয় করিয়া একবার সমাজের ভবিষ্যৎ অদৃষ্টের কথা শুধু দুই দণ্ডের জন্য মনোযোগের সহিত পর্য্যালোচনা কর। তারপর তোমার হৃদয় বলিয়া যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তুমি অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিবে না।

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব : সৈয়দ এমদাদ আলী
৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ; চৈত্র-বৈশাখ, ১৩০৯-১০

অপরন্তু পরদার ব্যবস্থা কেবল এই অভিপ্রায়ে নহে যে, পবিত্রতা ও শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়, বরং বংশগত মর্য্যাদা এবং গৃহকার্য্যের শৃংখলা ইত্যাদি যাহা কেবল স্ত্রীলোকদের হস্তে ন্যস্ত থাকে, তাহা তাহাদের গৃহে থাকায় সাধিত হয়, ইহাও পরদার অন্যতম উদ্দেশ্য। ..

আমাদের দেশের অবরোধ প্রথা কি কেবল সন্দেহ মূলে প্রচলিত হইয়াছে? এই প্রথায় কি স্ত্রীলোকদের কোন অসুবিধা বা মনোকষ্ট আছে? ইহাতে কি কোন প্রকারে মানহানি বা অসম্মানের কারণ হইয়া থাকে? তাহা কখনই নহে। বরং এইরূপে অন্তঃপুরবাসে তাহাদের মর্য্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধি হইয়া থাকে, বাজারাদিতে বা বাহিরের শ্রমসাধ্য কার্য্যাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে যে কষ্ট ভোগ করিতে হয়, অবরোধ প্রথা প্রচলিত থাকায় তাহা করিতে হয় না। অবরোধে থাকিয়া যেরূপ আদর ও যত্ন প্রাপ্ত হয়, যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করে, যেরূপ স্বাধীনভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করে, তাহা অবরোধমুক্ত স্বাধীনা রমনীদিগের ভাগ্যে কখনই ঘটিয়া উঠে না। এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় অবরোধ প্রথাকে কারাবাসের সহিত তুলনা করা সত্য ও নায়ের মস্তকে পদাঘাত করা এবং নিজেকে মূর্খ ও বাতুল সাব্যস্ত করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? স্ত্রী স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা

বলিয়া যে চীৎকার করা হইতেছে, এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

ইসলাম দর্শন ঃ আলাউদ্দীন অহমদ
৫ম বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা ; চৈত্র-বৈশাখ, ১৩০৯-১০

সমুদয় বঙ্গদেশের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া মুসলমানদের হীনতারই সংবাদ পাইয়াছি। হিন্দু সকল স্থানেই প্রধান; মুসলমান সকল স্থানেই গোলাম! এজন্য আমরা হিন্দুকে বেশী দোষ দিতে পারি না। কারণ নিজের বল বীর্য্যের উপর আমাদের আত্মনির্ভরতা নাই। আমরা জাতীয় জীবন ও জাতীয় একতাহারা; অথচ সম্মান পাইবার অভিলাষী। ...

জাতীয় বীর্য্যের এই শক্তিহীনতা আমাদের নিজের কর্তব্য-এ যেমন পরমুখাপেক্ষি করিতেছে, তেমনি স্বাবলম্বনতা নষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই জন্যই—এই আপনার লোক না থাকাতেই, আমরা আজ দীনাতিহীন ও ঘৃণিত যবন (?) আখ্যা পাইতেছি। শক্তি নাই, সম্বল নাই, সাহস নাই; কে আম্মাদের এ দুর্ণাম ঘুচাইতে অগ্রসর হইবে? ক্রমে লোকের কাছে মুসলমান এক প্রকার বীভৎস পশুশ্রেণীতে পরিণত হইতেছে।... আমরা পিতৃপুরুষের বীরগাথা ও সাহিত্য দর্শনের অতীত স্বপ্নদর্শন করিয়া বুক ফুলাইয়া যতটুকু সময় অপব্যয় করিতেছি, সেইটুকু আমাদের মানব জীবনের ঘোরতর কলঙ্ক। এই অতীত স্বপ্ন যেদিন আমাদের বর্তমান অবস্থোন্নতির পথ প্রদর্শক হইবে, সেইদিন হইতেই আমরা মনুষত্ব রক্ষার জন্য জীবন পণ করিব। ...

অনুতাপ একটা খুব বড় রকমের প্রায়শ্চিত্ত। এতদিন পরে বঙ্গের নানাস্থান হইতে যে হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদ উঠিতেছে, তাহাতেই ক্ষীণ আশার আভায় অনুভব করা যাইতে পারে। তাই সমস্বরে নিবেদন করি—ভাই সমাজের সন্তান, ভাই ইসলামের সেবক, একবার ফিরিয়া আইস, একবার চাহিয়া দেখ, তোমার প্রাণসম প্রিয়তম ভ্রাতাভগ্নিগণ অজ্ঞানতা ও পাপাচারে ডুবিয়া যাইতেছে। জগতের উন্নতিশীল জাতিদিগের পাদুকা স্পর্শে তাহাদের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে।...

একই বঙ্গের অবস্থাপন্ন হিন্দু মুসলমানের কার্য্যের সমালোচনা করিলে, হৃদয় বুঝিতে পারে মুসলমান কত অলস। কত কর্তব্য বিমুখ!! আজ হিন্দুদের শত শত

কাজ নির্বিঘ্নে সমাহিত হইতেছে, আর মুসলমানের কিছুই হতেছে না। সকল অবস্থায় সকল কার্য্যেই মুসলমান পর্যুদস্ত ও বিপন্ন।...

...এক সুলতান গাজী আবদুল হামিদ খান যদি তুর্কী জাতির ভীষণ অধোগতির গতি ফিরাইতে পারেন, এক আমীর আবদুর রহমান খান যদি অসভ্য দুর্দ্দান্ত আফগান জাতির হৃদয়ে অপূর্ব নবশক্তির সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, এক সৈয়দ অহেমদ খাঁন যদি একটা দেশের অধিবাসীকে মানুষ করিবার আয়োজন করিতে পারেন; ... তবে আমাদের এতগুলি লোকের চেষ্টা বিফল হইবে; কে একথা সাহস করিয়া বলিতে পারে? যে বলে, তাহাকে আমি পাগল বলি। ... ভাই মুসলমান! আইস, এই অর্দ্ধ চন্দ্রাঙ্কিত জাতীয় পতাকার তলে আইস—আজ একই কেন্দ্রে আমরা একত্রিত হই; আজ একই মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই।... তাই ধর্ম্মপ্রাণ মুসলনান, ভাই সমাজপ্রাণ পুরুষ, ভাই স্বজাতি হিতচিকির্ষু! আইস, আজ অসময়ে মায়ের সেবা করিয়া প্রকৃত সন্তানের কাজ করি।

উন্নতির উপায় কি?ঃ শেখ ফজলুল করিম
৫ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১০

সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটী মুসলমানের বাস। এই তিন কোটী মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনর লক্ষ মুসলমানের কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া, একজনকে বিবি ও অপরকে তাহার বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুল মহিলা নির্ম্মম, অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে। ...
...আমরা যে দিক দিয়া দৃষ্টিপাত করি, তাহাতেই দেখিতে পাই, স্ত্রী পুরুষ উভয়ই প্রাকৃতিক গুণের সমানাধিকারী। এমতাবস্থায় রমনীকুলের প্রতি পুরুষগণ যে নানাবিধ অধিক অত্যাচার ও অবিচার করিয়া ঐশ্বরিক ও প্রাকৃতিক ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ করিতেছে, তাহাদের নিকট তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কি? ইসলাম ধর্ম্মে বহু বিবাহের বিধান আছে সত্য, কিন্তু কি উদ্দেশ্যে তাহা বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা কি সমাজের লোক কিছু অবগত আছেন? ... ইসলামের প্রারম্ভে মুসলমানগণের সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য একাধিক বিবাহের নিমিত্ত হজরত অনেক

হাদিসে উৎসাহ ও পূণ্যের আশা দিয়াছেন। মুসলমান সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাইবে, তত তাহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হইবে। তাহারা কাফেরদিগকে পরাজিত করিয়া একমাত্র ঐশ্বরিক ধর্ম্ম প্রচার করিতে সমর্থ হইবেন।…কিন্তু বর্তমান সময়ের মুসলমানগণ যে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য, কেবল বিলাস ব্যসনের জন্য, কেবল কাম প্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য। কি ভীষণ পরিনাম!… বর্তমান বহু বিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই নাই, যেহেতু মুসলমানগণ দিন দিন ব্যয়াধিক্যবশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে। তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইতেছে;…

মুসলমান সমাজে স্ত্রী জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার ঃ শেখ জমিরুদ্দীন
৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা; শ্রাবণ ভাদ্র, ১৩১০

আর বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের কি অবস্থা? আমাদের মধ্যেও অধুনা শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে বটে, কিন্তু হিন্দুগণের তুলনায় সে সংখ্যা মহার্ণবের সহিত গোষ্পদের তুলনার ন্যায় নিতান্তই তুচ্ছ।… আমাদের রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ও সাহিত্যক দুরবস্থার চিত্র এতই জাজ্বল্যমান যে, তাহা চক্ষুহীন লোককেও আঙ্গুলি দিয়া দেখাইতে হয় না।…

তবে এই অবস্থায় আমাদের কি কর্ত্তব্য?

সাধারণ লোক অপেক্ষা আমাদের শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের কর্ত্তব্য এ বিষয়ে অনেক অধিক। কিন্তু নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের নিজ নিজ কর্তব্য পথ ভ্রষ্ট হওতঃ কেবল নিজ স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন।…

… না ভাই, আর ঘুমের সময় নাই। একবার এই অধঃপতিত সমাজের দিকে চাহিয়া দেখ, কেমন করুণ স্বরে তোমার আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছে দেখিবে! দেখ তৎপ্রতি তোমার যত কর্তব্য আজও অসম্পন্ন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে! একবার তোমার স্কন্ধারোপিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া অভাগিনী বঙ্গমাতার নয়নের তপ্ত বারিধারা মুছাইয়া দাও।

অমাদের কর্ত্তব্য ঃ আবদুল করিম
৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা ; শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০

আমাদের মতে প্রথমতঃ যে সকল সমাজ-সেবক ব্যক্তিবর্গের অন্তর সমাজের দুরবস্থা দর্শনে কাঁদিতেছে, তাঁহাদের দ্বারা একটি সভা সংস্থাপিত হওয়া আবশ্যক। ঐ সভাতে আমাদের জাতীয় উন্নতি অবনতির কারণ নির্ণয় করিয়া, তাহা সমবেত শক্তি প্রয়োগে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করনার্থ 'মিশন ফণ্ড' স্থাপন এবং উপযুক্ত মিশনারী প্রস্তুত করার আবশ্যক।...

...বর্ত্তমান মুসলমান সমাজে কি কি দোষ প্রবেশ করিয়াছে, এবং কি প্রণালীতে ঐ সকল দোষ সংস্কার করা যাইতে পারে, সমাজে কি কি উন্নতির উপায় উপকরণ প্রবেশ করাইতে হইবে, এই সকল নীতি শিক্ষাদান মিশনের প্রধান অঙ্গ হইবে।

ইসলাম ও মিশন ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান
৫ম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা ; আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০

বঙ্গদেশে অন্যূন ৪০।৫০ হাজার মৌলবী বা ধর্ম্ম-প্রচারক প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত আছেন ; নগরে, বন্দরে, বাজারে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম সমূহের নানা স্থানে দিবানিশি মৌলুদ শরিফ এবং ওয়াজের মজলিশ বিরাজমান দেখিতে পাওয়া যায়, মৌলবীকুল প্রাণপণে ধর্ম্মোপদেশ প্রচারে তৎপর ; কই ! এত প্রচারকগণের প্রচারের ফল কি হইতেছে? বরং হরিষে বিষাদ এবং হিতে বিপরীত ফলই ফলিতেছে দৃষ্ট হয়। সমাজে দিন দিন আত্মকলহ, আত্মদ্বন্দ, পরস্পর নিন্দাবাদ ইত্যাদি পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। হানিফী, লা-মজহাবী ও জাহেরী, বাতেনী দলের সমস্যা দিন দিন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে তামাকের মসলা ও মৌলুদ শরিফের 'কেয়ামে'র তর্ক লইয়া মাথা ফাটাফাটি ও মোকদ্দমাবাজীও চলিতেছে, ... সমাজ বর্ত্তমান মৌলবী, মোল্লা ও পীর সাহেবগণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিলে, প্রকৃত প্রস্তাবে অনেকাংশে উন্নতি ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৌলবী মোল্লাগণ সমাজের উন্নতিকে অন্যূন আরও কয়েক শতাব্দী পশ্চাতে হটাইয়া দিয়াছেন।

ইসলাম ও মিশন ঃ মোহাম্মদ মনিরজ্জমান
৫ম বর্ষ, ৯ম-১০ সংখ্যা ; আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০

আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, মুসলমান জমিদারগণ অনেক বিষয়ে অবহেলা ও তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের বিদ্যা শিক্ষায় অত্যন্ত অবহেলা, স্বজাতি ও স্ব সমাজের উন্নতি বিষয়ে গভীর উদাসীনতা আত্মোন্নতি কার্য্যে অতিশয় অমনোযোগ, এমন কি স্বীয় সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অযত্ন ও অলসতা। তাঁহাদের অর্থের অভাব নাই; সময়েরও অভাব নাই, অতএব কেন যে তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চা করেন না, তাহা তাহারাই বলিতে পারেন।...রাজনৈতিক বিষয়ে, সাহিত্য জগতে, বিদ্যাশিক্ষায় ও কার্য্যক্ষেত্রে আমাদের সকল শ্রেণীর লোকই সমান। এক্ষণে বেশ প্রতীয়মান হইতেছে যে, অপরাপর জাতির ন্যায় উন্নতি করিতে হইলে, আমাদের জমিদারগণ, উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণীর ব্যক্তিগণ, এবং গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীগণ সকলে একত্রে মিলিত হইয়া চেষ্টা করা উচিত।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি : এস, ডব্লিউ হোসেন বি. এল
৫ম বর্ষ, ৯ম-সংখ্যা; আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০

বঙ্গের মুসলমান! আলস্য, ঔদাস্য, অদৃষ্টবাদ, রাজার আশা, পরের আশা পরিত্যাগ করিয়া, আত্মবলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। ভ্রাতঃ! প্রার্থনা, ক্রন্দন, অশ্রুজলে কার্য্যোদ্ধার হইবে না। শক্তিবলে কার্য্যোদ্ধারে প্রবৃত্ত হও।... একবার চিন্তা করিয়া দেখ—শক্তির অভাবে আমরা কেমন অপদার্থ জড়রূপে পরিণত হইয়াছি। এক বঙ্গদেশে যত মুসলমান, পৃথিবীর বিধর্ম্মীশূন্য কোনও মুসমান শাসিত দেশেও তত মুসলমান নাই। অথচ এই বঙ্গদেশেই আমাদের অধঃপতন চরমে পৌঁছিয়াছে।...

সভ্যমণ্ডলী! আমাদিগকে দৃষ্টান্তের জন্য অধিকদূর যাইতে হইবে না। বঙ্গবিজয়ের ইতিহাস স্মৃতিপটে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। পাঠকমণ্ডলি! সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ মহাসামন্ত গাজী মোহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী কোটি শত্রু অধ্যুষিত, আররু পরিবেষ্টিত বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে অনুমাত্রও বিচলিত হইয়াছিলেন না। বীরদম্ভে অগ্রসর হইয়া, বিনা যুদ্ধেই রাজ্য অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। আর আজ শত আক্ষেপ! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়,—যে বঙ্গে তিন কোটি মুসলমানের বাস, সেই বিরাট বঙ্গে জাতীয় শিক্ষা সমিতির বিরুদ্ধে কোন কোন সমাজ ধুরন্ধর বস্তানী খুলিয়া 'ফাল' দেখিয়া

উচ্চ চীৎকারে সমিতির ভবিষ্যৎ সফলতা অসম্ভব বলিয়া মত প্রকাশ করিতেছেন।

আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা ঃ এস. এ. এম. এসমাইল হোসেন সিরাজী
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা ; বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১

এবারকার প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে মিসেস আজিজ সাহেবা লক্ষ্ণৌ হইতে আগমন করিয়াছিলেন। ইনি নাকি লিভার পুলের নব দীক্ষিতা মুসলমান রমনী। মিঃ আজিজ আহ্‌মদ লক্ষ্ণৌর একজন ব্যারিষ্টার। মিসেস সাহেবা পরদায় থাকিলেই ভাল দেখাইত।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ; চৈত্র, ১৩১১

বঙ্গীয় মুসলমানগণ এতকাল গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত ছিলেন ; "বফজলে এলাহী" তাঁহাদের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে ; তাহারা গাত্রোত্থান করিয়াছেন। এক দিকে সমাজের স্তম্ভস্বরূপ বড় লোকেরা—অন্যদিকে সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ আলেম সম্প্রদায় স্বজাতির দুঃখ দুর্গতি দূরীকরণ জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন। ঢাকার সর্ব্বজনমান্য নবাব খাজা সলিমুল্লা বাহাদুর, এবং অনারেবল সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সমাজ সেবায় দেহমন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, একথা কাহারও অবিদিত নাই। ওদিকে মুর্শিদাবাদের নবীন নবাব বাহাদুরও মুসলমানদিগের উন্নতিকল্পে শীঘ্রই আসরে অবতীর্ণ হইবেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। পশ্চিমবঙ্গেও মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের নেতৃত্বে একটি জাতীয় মুসলমান সমিতি গঠিত হইবে বলিয়া প্রস্তাব চলিতেছে। মুসলমান আলেম মণ্ডলীও যে জাতীয় দুর্গতি নিবারণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, ইহা কম আশার কথা নহে। এই দুই শ্রেণীর লোকের উত্থানে সমাজের প্রকৃত উত্থান হইবে বলিয়া আশা করা যায়। তৃতীয় শ্রেণীর মহাত্মাগণের নির্জ্জীবতা ও নিস্তব্ধতা দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখ প্রকাশ করিতে হইতেছে। ইহারা নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়। অবশ্য ইহাদের মধ্যে কতিপয় স্বাধীনচেতা উন্নতমনা মহাত্মা জাতীয় উন্নতিকল্পে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মোটের উপর তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের গাত্রোত্থান ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; ফাল্গুন, ১৩১৩

বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানগণ পাশ্চাত্য সকল জিনিসকেই সকল বিষয়কেই গৌরবের জিনিস, অনুকরণের জিনিস মনে করিয়া থাকেন। আচার ব্যবহার, চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার বিহার, সামাজিক নিয়ম-পদ্ধতি ইত্যাদি প্রত্যেক বিষয়কেই অসাধারণ ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, এবং আপনাদের জাতীয় প্রত্যেক বিষয়কেই ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন। এই দলের মধ্যেই আবার কিয়দংশ লোক পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের প্রতিও আস্থা রাখেন না। .. এই শ্রেণীর পাশ্চাত্য শিক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে কেহ কেহ নাস্তিক, কেহ কেহ অৰ্দ্ধনাস্তিক। অনেকের মত যে, ইসলাম ধর্ম্মই উন্নতি এবং সভ্যতার বিরোধী।

ভাই মুসলমান জাগ ঃ এবনে মাআজ
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪

এদেশের সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষিত যুবকদিগেরও ভাবগতিও একবার দেখুন। ইহারা পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত হন নাই, হিন্দুদিগের সঙ্কলিত ও রচিত গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া শিক্ষিত হইয়াছেন, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হিন্দুদিগকে উন্নত দেখিতেছেন। হিন্দু জমিদার, হিন্দু হাকিম, হিন্দু আমলা, হিন্দু উকীল ব্যারিষ্টার ও মোক্তার, হিন্দু পুলিশ কর্ম্মচারী, হিন্দু শিক্ষক, হিন্দু উত্তমর্ণ বা মহাজন, হিন্দু বক্তা—ইহারা অর্থ-শালী, ক্ষমতাশালী, বিদ্বান ও মান্যবান, আর স্বজাতির দিকে যখন দৃষ্টি করেন, তখন দেখিতে পান ইহারা দরিদ্র নিঃস্ব অশিক্ষিত কৃষক, মুটে, ভৃত্য, খালাসী, দাঁড়িমাঝি, সহিস বেচেম্যান, খানসামা, খেদমতগার, কুলি ইত্যাদির দল পুষ্টি করিতেছে। হিন্দুগণ কর্ত্তাবাবু, ইহারা ভৃত্য, হিন্দু হাকিম ইহারা হুকুমের তাবেদার। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া তাহাদের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে যে, হিন্দুই উন্নত জাতি— আমরা নিকৃষ্ট জাতি। আমরা তাহাদের আজ্ঞা বহন করিবার জন্য, দাসত্ব করিবার জন্য, অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছি।···

এরূপ ক্ষেত্রে সুসভ্য সুশিক্ষিত ও সমুন্নত হিন্দুদিগের সকল কার্য্যই তাহারা ভক্তির চক্ষে দেখিতে বাধ্য হন। সুতরাং হিন্দুর পোষাক পরিচ্ছদ সহজে এখতিয়ার করেন। উপরোক্ত শ্রেণীর মুসলমানগণ হিন্দু বাবুদিগের অনুকরণে বাবু হইতে লালায়িত হন।... কিন্তু বাবুগণ ইহাদিগকে সেইরূপে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। তাহাদের সংস্পর্শে বাবুদের হুকার পানি নষ্ট হয়,—নেড়ের সংস্পর্শে তাহাদের শরীর এবং

বিছানাদি অপবিত্র হয়।... অনেক মুসলমান "ভদ্রলোক" হইবার আশায় দাড়ি চাঁছিয়া ফেলিয়া সুদীর্ঘ গোপ রক্ষা করেন। দেখিলে কাহারও চিনিবার সাধ্য হয় না ইনি মুসলমান।...কথার ভাব ভঙ্গীতেও সেই হিন্দুয়ানী ভাব প্রকাশ পায়। তাহারা ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের মুসলমানী ভাব গোপন রাখিতে প্রয়াস পান। ইচ্ছা, বাবুদের ফর্শের কোণে একটু স্থান পাইতে পারেন, বাবুদের গানের মজলিশে একটু বসিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন।...অনেকে গোমাংস ভক্ষণের কথা শুনিয়া নাক সিটকায়—বিধবা বিবাহের কথা শুনিয়া মুখ বক্র করে। অনেকে তহবন্দ পরিহিত ধাম্মিক মুসলমানকে "মোল্লাজী" বা "কাট মোল্লা" বলিয়া উপহাস করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অনেক অকাল কুষ্মাণ্ডপাগড়ী বা আমামাধারী আলেমকে "ঝাঁকামুটে" বলিয়া বিদ্রূপ করে।...শিক্ষিত লোকের ত এই চিত্র দেখাইলাম।

ভাই মুসলমান জাগ ঃ এব্‌নে মাআজ
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪

অধুনাতন শিক্ষিত ও সভ্য মুসলমানদিগের মধ্যে কেহ কেহ মোসলেম পর্দ্দা প্রথা নিতান্ত ঘৃণিত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও এই প্রথা মোসলেম জাতির মধ্য হইতে যাহাতে উঠিয়া যায়, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল শিক্ষিত বা সভ্য মুসলমানের মধ্যে ইসমালিয়া (খোজা) সম্প্রদায়ের নেতা বা আচার্য্য বোম্বাইবাসী সুলতান মোহাম্মদ আগা খাঁই প্রধান। তিনি ১৯০৩ সালে দিল্লীর দরবারের সময় মহামেডান এডুকেশানাল কনফারেন্সের সভাপতির বক্তৃতায় এই প্রথা অতিশয় অনিষ্টজনক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন।...

নব্য শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা এই যে, যেরূপ স্বাধীনতায় পাশ্চাত্য মহিলাগণ অপরিচিত ব্যক্তিগণের সহিত মিশে, ভারতবর্ষের মোললেম অবলাদিগকেও তদ্রূপ স্বাধীনতা দেওয়া চাই ও পর্দার সম্পূর্ণ বিনাশই মোসলেস উন্নতির কারণ। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীজাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার হওয়া দুরূহ। ... আবার অন্য এক সম্প্রদায়স্থ আলেমগণের মধ্যে কেহ কেহ বিবেচনা করেন যে, যে পর্দ্দা ভারতবর্ষে প্রচলিত আছে, তাহাই যথার্থ এসলামিয়া পর্দা ও স্ত্রীলোকগণের শারীরিক বা মানসিক অবস্থা উন্নত করিবার জন্য এই প্রথার অন্য কোন রূপ সংশোধনের আবশ্যক নাই। এক্ষণে দেখা যাইবে যে, প্রেরিত পুরুষের সময় হইতেই হেজাবন্নেসা

প্রচলিত হইয়াছে কিনা ?... আমরা সবিশেষ অবগত আছি যে হজরত মোহাম্মদের (দঃ) সহিত জয়নবের বিবাহ হইবার পূর্ব্বেই আরব দেশে হেজাব আরম্ভ হইয়াছিল ও তৎপূর্ব্বে, সে দেশে এ প্রথা আদৌ বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু তৎকালীন পর্দ্দা ভারতবর্ষে প্রচলিত আধুনিক হেজাব সদৃশ নহে।...

হজরত মোহাম্মদের সময়ে ইসলামনুমোদিত যেরূপ সরল ও উদার ভাবের অবরোধ প্রথা (হেজাবের) প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ধরনের পর্দ্দার যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এক্ষণে ধর্ম্ম ও নীতি বিবর্জ্জিত এবং নাস্তিক ভাবের পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়ায়, সমাজ বন্ধনও ক্রমান্বয়ে শিথিল হইয়া যাইতেছে। তবে ভারতবর্ষে যেরূপ কঠিনতর হেজাব প্রচলিত আছে, তাহা পালন করা সামান্য অবস্থাপন্ন লোকের পক্ষে অতিদুরূহ। অতএব এরূপ সংশোধন ও পরিবর্ত্তনের আবশ্যক যে, যেন স্ত্রীশিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে এবং সর্ব্ব সাধারণের বিশেষতঃ সমাজে যাহারা দরিদ্র বলিয়া পরিচিত ও নিজেদের পরিশ্রম ব্যতিরেকে জীবিকা নির্বাহ করা দুরূহ, তাহাদেরও এই প্রথা অবলম্বন করা অনায়াসসাধ্য হওয়া চাই।

হেজাবন্নেসা বা মোসলেম রমনীর পর্দ্দা ঃ মোহাম্মদ কে. চাঁদ
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ও ১০ম সংখ্যা

ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পর্দ্দার যে অতিরিক্ত বাঁধুনীটুকু আছে, সেটুকু না থাকিলে বর্তমান সময়ে এ বিধর্ম্মী প্লাবিত দেশে, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আমলে, মোসলমানদিগের ধর্ম্ম ও সুনীতি রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার,...মিশর দেশ এ বিষয়ে একটু বেশী অগ্রসর হইয়া একেবারে অধঃপাতে গিয়াছে। তথায় মুসলমান মহিলাগণ স্বাধীনভাবে পথে-ঘাটে, বাজারে ও দোকানে গমনাগমন করেন।...সকল দিক দেখিয়া শুনিয়া সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ভারতীয় মুসলমানদিগের বর্তমান অবরোধ প্রথার সমর্থন করিতেছি। কৃষক ও সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথার কাঠিন্য তেমন প্রবল নহে—সুতরাং তাহাদের কাজ কর্ম্ম সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে না। বাঙ্গালা অপেক্ষা বেহার ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসিনী সাধারণ মুসলমান স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধ প্রথা অত্যন্ত শিথিল ; তাহার প্রত্যক্ষ ফল...কলিকাতার মহরম প্রভৃতি উৎসবে ও কলিকাতার নিকটস্থ দেবতা বা পীরের মেলা সমূহে কি অহরহ দেখিয়া থাকেন না ?

সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা

বর্ত্তমান সময়ে মুসলমান জমিদারদের সহিত হিন্দু জমিদারদের তুলনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। পার্থক্য যে আসমান জমিন তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। হিন্দু জমিদারদের ধনভাণ্ডারে ধন সঞ্চিত হইতেছে, মুসলমানদের ধনাগার নিঃশেষিত হইতেছে। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে শত শত বি. এ., এম. এ. পাওয়া যাইবে, মুসলমান জমিদারদের মধ্যে এণ্ট্রান্স পাসও সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। মুসলমান জমিদারগণ নায়েব ম্যানেজারের উপর টেক্কা দিয়া বিলাস তরঙ্গে ভাসিয়া যান, তাঁহারা কখনও দৈনিক, মাসিক এবং বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাবাদি লইতে শিখেন নাই। কতগুলি স্বার্থান্ধ তোষামদপ্রিয় অর্থলোলুপ পারিষদবর্গ চক্ষে ধূলি দিয়া উদর পূর্ণ করিতেছে।··· পৃথিবীতে তাঁহারা কতকগুলি অন্ন ধ্বংস করিতেছেন বই আর কিছুই নহে। কত দেওয়ান সাহেব, কত চৌধুরী সাহেব ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার হিসাব নিকাশ লইলে হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগে।···ব্যবসায়টা মুসলমান জমিদারদের মধ্যে কোন শ্রেণীতেই নাই। মুসলমানদের মধ্যে একটু গণ্যমান্য হইয়াই ব্যবসায়কে হেয় জ্ঞান করেন।

মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন : আবদুল হক চৌধুরী
৮ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা

আধুনিক মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী এক প্রকার অবস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও হয়।···অধিকাংশ স্থলেই অপেক্ষাকৃত সুন্দরী স্ত্রী পাইবার আশায় ও নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত এইরূপ কুরীতি অবলম্বন করিয়া থাকে— অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়।...তবে একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, এই সকল ঘৃণিত ঘটনা অধিক পরিমাণে নিম্ন শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত অশিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। এই সকল কার্য্য যে কতদূর হেয় ও সমাজে নিন্দনীয়, তাহা বলিতে গেলে আপনাদিগকেই লজ্জিত হইতে হয় বা অন্যান্য সমাজেও নিন্দিত হইতে হয়। কিন্তু এরূপ কুরীতি যে ইসলাম ধর্ম্মবিরুদ্ধ বা কোরাণ, হাদিস ও ফেকাশাস্ত্র বহির্ভূত, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র।

তালাক বা মোসলেম স্ত্রী বর্জ্জন : মোহাম্মদ কে. চাঁদ
৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

ধর্ম্ম

আমাদের ধর্ম্মের শত্রু আজকাল প্রধানতঃ খ্রীষ্টিয়ানগণ। ইহারা বৎসরে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী পুরুষে নানা ভেক ধারণ করিয়া নানা উপায়ে ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যবসায় অটল, ইহারা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থ বৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আড্ডা করিয়া গরিব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া যশোহর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর গরিব মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়া নদীয়া কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই "ঈসাই দীন" কবুল করিয়াছে। খ্রীষ্টিয়ানগণ অন্য কোথাও এতদূর কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই বলিয়াই কি আমাদের নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকা উচিত!

সুচনা।
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ভাদ্র, ১২৯৮

যশোহর জেলার খ্রীষ্টিয়ান প্রচারকগণ বড়ই গোলযোগ করিয়া তুলিয়াছিলেন ; বহু সংখ্যক অজ্ঞান মুসলমান তাঁহাদের অযথা কুহকে পড়িয়া ভ্রান্ত পথে পাদ-বিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিয়াছিল। মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা ও মুন্সী মোহাম্মদ কাসেম প্রভৃতি প্রচারক সাহেবানের কঠোর উদ্যমে খৃষ্টিয়ানগণের বিপুল উদ্যম নিষ্ফল হইয়াছে।

ধর্ম্ম সংবাদ
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ভাদ্র, ১২৯৮

বর্ত্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্ম্মের বিমল জ্যোতিঃ বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ধর্ম্মপ্রচারক ধর্ম্মগ্রন্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। 'ধর্ম্মগন্থের অভাব' বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্ম্ম গ্রন্থের অভাবই বলিতে হইবে ; ··· একেত কালের বিপরীত স্রোতে এদেশ হইতে আরবী পারশী ভাষার চর্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে ; এরূপ অবস্থায়

মুসলমানদিগকেও সময়ের স্রোতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা উচিত।···বঙ্গদেশের ধর্ম্ম প্রচারক মৌলবীর সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্ম্মীর নিকট ধর্ম্ম প্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তাঁহারা নিজের পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে, সমাজের কল্যাণ চিন্তা তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না।...আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের "ওয়াজ-নছিহত" উর্দ্দু ভাষায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে।···সুতরাং মৌলবী সাহেবদিগের সেই একঘেয়ে ওয়াজ নছিহত অতি অল্পমাত্র কার্যকরী হইয়া থাকে।

সুচনা ঃ সম্পাদক
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ভাদ্র, ১২৯৮

ফকির মতাবলম্বী একশ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্ম্মের ভীষণতম শত্রু। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতিসাধন না হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাদের ভীষণ ও বীভৎস মতগুলি জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক নহেন, কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া বিশাল মুসলমান সমাজ গঠিত, সেই সরল বিশ্বাসী নিরক্ষর মুসলমানগণ ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহাদের পৈশাচিক ভজন সাধন ও পাষণ্ডোচিত কার্য্যকলাপের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা লেখনী কলুষিত করিতে পারিব না। কিন্তু যাঁহারা ইহাদের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলিবেন যে ইহাদের ন্যায় নরপিশাচ মনুষ্যজাতির মধ্যে আর নাই। চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোহর ও খুলনা জেলায় এই শ্রেণীর নরপ্রেতের সংখ্যা ন্যূনকল্পে ৪।৫ লক্ষ হইবে। ক্রমশঃ বঙ্গদেশের বিভিন্ন অংশে ইহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, এই বেলা সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত। ইহারা যদি মুসলমান নামে পরিচিত হইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীতে 'কাফের' শব্দের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। কতগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য্য ও ভেল্কিবাজী দেখিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে। শত শত কৃষক ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া কৃষিকার্য্য পরিত্যাগ করতঃ 'ফকির' নাম ধারণ করিয়াছে। এই জঞ্জালগুলি সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে।

স্ূচনা ঃ সম্পাদক
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ভাদ্র, ১২৯৮

বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে একদিন বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহাও চৈতন্য শিষ্যদিগের প্রচারফল বই আর কিছু নহে। আজ ব্রাহ্মধর্মের যে আধিপত্য দৃষ্ট হয়, ইহাও উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী প্রচারকগণের অমানুষিক যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমের পরিণাম। আর ইসলাম ধর্ম ত প্রচার বলেই সমগ্র পৃথিবীতে বিস্তৃত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা এইক্ষণে সেই কর্ত্তব্যকার্য্য ভুলিয়া গিয়া বর্তমান শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছি।...সর্ব্বাপেক্ষা আমাদের এই বঙ্গদেশের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে।... শিক্ষা বিভ্রাটে পতিত হইয়া মুসলমান বালকদিগের আজ আরবী ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে হইতেছে, কাজেই স্বধর্ম্মালোচনার সুবিধাটুকু তিরোহিত হইয়াছে। বাঙ্গালা বা ইংরাজী ভাষায় এরূপ কোন গ্রন্থ নাই, যাহা পাঠ করিয়া মুসলমানদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব উদ্দীপ্ত হইতে পারে। বরং উহা পাঠ করিলে তদ্বিপরীত ভাবেই হৃদয় কলুষিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এইত গেল ধর্ম্মগ্রন্থের অভাব। দ্বিতীয় পক্ষে ধর্ম্ম প্রচারক। এদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ত সবই অন্ধকার। বৎসর বৎসর যদিও কলিকাতা, ঢাকা, হুগলি, চট্টগ্রাম, রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের মাদ্রাসা সমূহ হইতে বহু সংখ্যক আরবী ভাষাবিদ মৌলবী পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বাহির হন; কিন্তু তাঁহারা কেহই বর্ত্তমান সময়ে প্রচারকের উপযোগী নহেন। ঐ সকল মৌলবী বাঙ্গালা ভাষায় কিছু বুৎপন্ন হইলে নিজেদের অশিক্ষিত সমাজে কোনওরূপ প্রচার কার্য্য করিয়া সর্বসাধারণের ধর্ম্ম পিপাসা নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাদের সেই খাঁটি উর্দ্দু ভাষায় "ওয়াজ নছিহত" কয়জন গ্রাম্য অজ্ঞলোকের বোধগম্য হয়। তাহারা মৌলবী সাহেবদিগের আরবী ও ফারসী ভাষামূলক উর্দ্দু জবান কিছুমাত্র বুঝিতে পারে না।...যাহাদের লইয়া বিশাল মুসলমান সমাজ গঠিত, যাহারা সমাজের অস্থিপঞ্জর, সমাজের সাড়ে পনের আনা লোক যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, সেই শ্রেণীর লোকই যদি ধর্ম্মপ্রচারক মৌলবী সাহেবদিগের মর্মকথা ভালরূপে বুঝিতে না পারিল, তবে আর সে ধর্মপ্রচারকের দ্বারা সমাজের কি হিতসাধন হইবে। এই শ্রেণীর কথা ছাড়িয়া দিয়া, ইংরাজী বা বাঙ্গালা ভাষাভিজ্ঞ ও ঐ সকল বিদ্যাশিক্ষার্থী শিক্ষিত লোকদিগকে যুক্তিমূলক দুইটা কথা বুঝাইবার ক্ষমতা মৌলবী সাহেবদিগের নাই। তারপর একজন হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান বা নাস্তিক যদি ইহাদিগকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন তাহা হইলে

বিষম বিপদ। ইহারা দুই এক কথায়ই "লা জওয়াব" হইয়া পড়েন।... এইক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, আমাদের মধ্যে উপযুক্ত ধর্মগ্রন্থের নিতান্ত প্রয়োজন।

প্রচার ও প্রচারক

ইসলাম-প্রচারক, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; আশ্বিন, ১২৯৮

পিরোজপুরের পাদরী এ. টিস্মান সাহেবের সহিত মৌলভী ইব্রাহিম সাহেবের ধর্ম স্বম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, একটি প্রকাশ্য সভায় উভয় পক্ষের প্রাধান্য রক্ষার প্রস্তাব সাব্যস্ত হয়। তদনুসারে ২১শে আশ্বিন, মোতাবেক ৩রা রবিওল আওয়াল ইংরাজী ৭ই অক্টোবর তর্ক সভার দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট তারিখে উভয় পক্ষ পিরোজপুরে সমাগত হন।...

...সর্বশ্রেণীর প্রায় ৩/৪ শত দর্শক উপস্থিত ছিলেন। ৩রা রবিওল আওয়াল অপরাহ্ন ২টার সময় তর্ক উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যার সময় শেষ হয়। পরদিন বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল হইতে পূর্বাহ্ন ১১৷৷ টা, পরে আবার ১টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। শুক্রবার দিন প্রাতঃকাল হইতে ১১টা পর্য্যন্ত ক্রমাগত তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। খৃষ্টিয়ান পক্ষই অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার করিয়া তাহার উত্তরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মুসলমান পক্ষ হইতে সুধাকর ও ইসলাম প্রচারকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রচারক মুনশী মহম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব তাঁহাদের প্রশ্নের অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। মুনশী সাহেব পাদ্রী পক্ষের সকল প্রশ্নেরই সুন্দররূপ উত্তর প্রদানে সক্ষম হইয়াছিলেন। শেষ সময়ে মুসলমান পক্ষ পাদ্রীগণকে প্রশ্ন করেন যে, হজরত ঈসা (আলাঃ) যে স্বয়ং খোদাতালা, আপনারা একবার একথার প্রমাণ প্রদর্শন করুন। প্রাদ্রীগণ তাঁহাকে খোদা বলিয়া প্রমান করিতে না পারিয়া অগত্যা 'মনুষ্য' বলিয়াই স্বীকার করেন। শেষে পাদ্রী আর. এ. স্পার্জন, পাদ্রী হাসান আলি ও পাদ্রী ঈশান মণ্ডল "আমাদের আর সময় নাই, আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন আছে, আমাদিগকে ক্ষমা করুন" এই কথা বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করাতে তর্ক সভার কার্য্য শেষ হয়।...

উপযুক্ত মধ্যস্থদিগের দ্বারা উভয়পক্ষের জয়পরাজয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে।... ভ্রাতৃগণ! পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মের জয় ঘোষণা কর। আমিন।

মুসলমান ও খৃষ্টিয়ানের তর্কযুদ্ধ ঃ
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; আশ্বিন, ১২৯৮

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট অর্থাৎ হযরত ঈসা আলায়হেচ্ছালাম কে, এতৎ সম্বন্ধে বিচার ও মীমাংসা করা সম্প্রতি একান্ত কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে, কেন না আজকাল ঈসাই বা খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণ প্রায় সর্বদা সর্বত্রই হজরত ঈসা (আলাঃ) কেই একমাত্র নাজাৎ দেহেন্দা বা ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রচার এবং বহুতর হিন্দু মুসলমান নরনারীর হৃদয়ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশ্বাসবীজ বপন করিয়া থাকেন।...এখন যে কেহ সেই ঈসাকে খোদাতালার অবতার এবং ত্রাণকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তিনি আর কোনও পুণ্যকার্য্য না করিলেও স্বর্গে (বেহেস্তে) যাইবেন। খৃষ্টান মিশনে টাকার কমি নাই, তাই তাহারা অনেক টাকা বেতনে পাদরী ও প্রচারকগণকে নিযুক্ত করিয়া দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে এই কথা জারী করাইতেছেন। পাদরীদিগের সেই সুমধুর প্রচারে কল্পিত স্বর্গের প্রলোভনে অনেক সরল বিশ্বাসী হিন্দু মুসলমান ঈসাই দলে ভর্ত্তি হইয়াছে ও হইতেছে। সুতরাং ঈসাই ও অন্যান্য শাস্ত্র দ্বারা বিশেষরূপে মীমাংসা হওয়া আবশ্যক যে, প্রভু যীশুখ্রীষ্ট (আলাঃ) কে ?...

ঈসাইগণ যে হজরত ঈসাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রচার করেন, ভাল জিজ্ঞাসা করি, হজরত ঈসা কি কখন আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন ? না, কদাচ নয়। বরং তাহার বিপরীত কথায় বাইবেলখানি পরিপূর্ণ। ঐ অসঙ্গত উক্তিটি কেবল খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের মনোকল্পিত ভিন্ন আর কিছুই নহে।... হজরত ঈসা খোদাতালার তুলনায় সামান্য শিশির বিন্দু ও ক্ষুদ্র ধূলিকণা অপেক্ষাও ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কিনা, নিরপেক্ষ পাঠকমণ্ডলীই তাহার সুবিচার করিবেন। হযরত ঈসা যে মনুষ্যসন্তান মনুষ্য, ইহা কোন ঈসাই ভ্রাতাই অস্বীকার করিবার সুযোগ পাইবেন না।...খ্রীষ্টকে ঈশ্বরাসনে বসাইবার জন্য খ্রীষ্টবাদিরা যে সকল অসার প্রমাণ প্রয়োগ করেন, রাম ও কৃষ্ণের জন্যও তদভক্তগণ প্রায়ই সেই প্রকার যুক্তি ও প্রমাণ খাড়া করিয়া থাকেন। সুতরাং যদি যীশুখ্রীষ্ট মাতৃগর্ভে জন্মিয়াও ঈশ্বর হইতে পারেন, তবে রাম ও কৃষ্ণের দাবীটাও ত অগ্রাহ্য হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব হে খৃষ্টবাদিগণ ! আইস, যিনি অনাদি, অনন্ত—স্বয়ং ঈসা যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, স্বয়ংজীবি খোদাতালার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন সার্থক কর।

প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে? ঃ মুন্সী শেখ জমিরুদ্দীন
৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ; ভাদ্র, ১৩০৬

মৌলানা মোল্লা গোলাম জিলানী নামক একজন উন্নতচেতা, মহাতেজস্বী, পাঞ্জাবী ধর্ম্ম প্রচারক সুদূরবর্ত্তী অষ্ট্রেলিয়া ও ফিজি দ্বীপে ইসলামের গুণকীর্ত্তন করিয়া এ যাবৎ ১১৩ জন পুরুষ ও ৫৯ জন স্ত্রীলোককে পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন।... ইহার প্রযত্নে ক্রমান্বয় ৪টি আঞ্জুমন স্থাপিত হইয়াছে।... এতদ্ব্যতীত ইনি ৩টি জামে মসজিদ নির্ম্মান করিয়াছেন।...এক্ষণে আমাদের বঙ্গদেশীয় আলেম ও ধর্ম্ম প্রচারক-দিগকে জিজ্ঞাসা করি, আপনারা এই পাঞ্জাবী ধর্ম্ম প্রচারক ভ্রাতার তুলনায় স্বধর্ম্মের কতদূর পরিচর্য্যা ও উন্নতি করিয়াছেন? উপরোক্ত ধর্ম্ম প্রচারক সাহেবের যত্ন, চেষ্টা, উদ্যোগ, পরিশ্রম ও নিঃস্বার্থপরতা দর্শন করিয়া আপনাদিগের কি লজ্জা বোধ হয় না?

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ; আশ্বিন, ১৩০৬

৩০ জন জাপানী সওদাগর বৌদ্ধ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সাঙ্ঘাইয়ের মুসলমানগণ গ্রেট ব্রিটন ও আয়র্লণ্ডের শেখ-উল্-ইসলাম শেখ আবদুল্লা উইলিয়ম সাহেবকে ইসলাম ধর্ম্ম সংক্রান্ত কয়েকখানি পুস্তিকা লিখিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিয়াছেন। তাঁহারা উহা জাপানী ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিয়া জাপানবাসী বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিতরণ করিবেন। হায়! আজ যদি উপযুক্ত প্রচারক যাইয়া জাপানে পবিত্র ইসলাম প্রচারে ব্রতী হইতেন, তবে দলে দলে জাপানবাসী ইসলামের শান্তিময় পবিত্র ছায়াতলে আগমন করিয়া গৌরবান্বিত হইতেন, সন্দেহ নাই।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ; আষাঢ়, ১৩১১

নব্য সম্প্রদায় পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞানের সাহায্যে এক কল্পিত নব ধর্মের সৃষ্টি করিয়া ঐসলামিক আবরণে ঢাকিতে চাহিতেছেন। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে অনেক পল্লবগ্রাহীর

সৃষ্টি হইয়াছে। একথা অযথার্থ কি, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ভ্রাতাদের মধ্যে অনেক অশিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে ধর্ম বিষয় অভিজ্ঞতর নহেন বরঞ্চ অশিক্ষিত সম্প্রদায় শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবী সাহেবদিগের 'ওয়াজ নছিহত' শুনিয়া এবং উপযুক্ত গুরুপদেশে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু অবগত হইয়া ধর্মপালনে রত আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত সম্প্রদায় অভিমান বশতঃ এবং নব্য বিজ্ঞানের অবমাননা ভয়ে, মৌলবী সাহেবদিগের নিকট উপদেশ গ্রহণ ঘৃণাজনক মনে করেন অথচ নিজেরা ধর্মবিষয়ে অনভিজ্ঞ।...উচ্চশিক্ষিত-দিগের মধ্যে ধর্মক্রিয়ায় উদাসীনতা দেখিতে পাই। অনেকে উর্দ্দু পর্যন্ত জানেন না, এমন কি উর্দ্দু বলিবার ভয়ে অনেক Degree holder সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে একান্ত লজ্জিত। অনেক স্থলে এমনও দেখা যায় যে, ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চালোক প্রাপ্ত ভ্রাতাগণ 'খোতবা' পড়িতে অসমর্থ বিধায়, তাঁহাদের উপস্থিতিতেও স্বল্প শিক্ষিত লোক দ্বারা এমামতি কার্য্য সমাধা করাইতে হয়। সমাজের এমনই দুর্দশা বটে।...বিশেষতঃ পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চালোক প্রাপ্ত ভ্রাতৃদিগের মধ্যে প্রায়ই অনেক স্থলে নামাজ রোজার প্রভাব দেখা যায় না। ধর্ম শিক্ষার অভাবে ধর্মের প্রতি কি এই আস্থাহীনতা নহে ?

বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা ঃ আফতাবউদ্দীন আহমদ
৬ষ্ঠ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ; আষাঢ়, ১৩১১

তুরস্ক ও মুসলিম বিশ্ব

মুসলমান জাতির গৌরব মুকুট, তুরস্ক সম্রাজ্যের যশঃ তপন, মহামান্য অমিরুল-মুমেনিনের দক্ষিণ হস্ত, দুর্দ্ধর্ষ রুসিয়ার গর্ব্ব খর্ব্বকারী, প্লেভনা সমরে জগদ্বিখ্যাত, জগতের অদ্বিতীয় মহা সেনাপতি মহাবীর গাজী ওসমান পাশার পরলোক গমনে সমগ্র পৃথিবীর মুসলানগণ নিদারুন শোকতাপে জর্জ্জরিত। তাড়িত বার্ত্তাবহ যোগে যখন এই সংবাদ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল, তখন মুসলমানদিগের মস্তকে যেন সত্য সত্যই অশনিসম্পাত হইয়াছিল।...আমাদের ন্যায় লক্ষ লক্ষ মুসলমানের জীবনান্ত ঘটিয়াও যদি মুসলমান জাতির একমাত্র আশা, মহাবীর গাজী ওসমান পাশা জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলেও পরম লাভ মনে করা যাইত।

গাজী ওসমান পাশা ঃ সম্পাদক
৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ; কার্ত্তিক, ১৩০৬

ওসমানীয় গবর্ণমেণ্ট বৈদেশিক মন্ত্রীকে আদেশ দিয়াছেন যে, জাপানে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য সম্পন্ন হয়, ঐ প্রণালী ওসমানীয় সাম্রাজ্যেও যেন প্রবর্ত্তিত করিবার বন্দোবস্থ করা হয়। ফলতঃ ওসমানীয় গবর্ণমেণ্ট কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন জন্য ইউরোপীয় সকল রাজ্য হইতেই অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছেন; এক্ষণে জাপানের দিকে তাহার দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩১৩

লণ্ডন টাইম্‌সের কনষ্টাণ্টিনোপলস্থ সংবাদ দাতার প্রেরিত সংবাদে প্রকাশ, ওসমানীয় পুলিশ ও পোষ্টাল বিভাগ নব্যতন্ত্রের তুর্কী যুবক (যাহারা আমিরুল-মুমেনিন ও বর্ত্তমান তুর্কী শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধবাদী)-দিগের প্রেরিত বহুতর হ্যাণ্ডবিল ধরিয়া ফেলিয়াছেন।··· ধর্ম্মজ্ঞান বিবর্জ্জিত, বিকৃত পাশ্চাত্য শিক্ষায় দূষিত বিকৃত মস্তিষ্ক যুবকবৃন্দ মহামান্য আমিরুল-মুমেনিনের ঘোর বিরুদ্ধবাদী বলিয়া ইহারা তাঁহার প্রতি নিত্য নূতন প্রকারের দোষারোপ করিয়া থাকে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ফাল্গুণ, ১৩১৩

আবার ৩১শে আগষ্ট তারিখ আসিতেছে। "ইসলাম-প্রচারকের" পাঠক মাত্রেই বোধ হয় অবগত আছেন যে, এই তারিখ মহামান্য অমিরুল-মুমেনিনের সিংহাসনারোহনের দিন।...প্রতিবৎসর এই রোজই বিশাল ওসমানীয়া সম্রাজ্যের সর্ব্বত্র মহা ধূমধাম হইয়া থাকে।...সকলে স্মরণ রাখিবেন যে, ১৫ই ভাদ্র (৩রা শা'বান) সোমবার দিন ৩১শে আগষ্ট তারিখ পড়িয়াছে। ঐ তারিখে সকলেই মৌলুদ ও ওয়াজের সভা করিবেন, দরিদ্রকে দান খয়রাত ও ভোজন করাইবেন, মসজিদ ও গৃহাদি আলোকমালায় ও ধ্বজা পতাকায় সুশোভিত, সুসজ্জিত ও আলোকিত করিবেন। আর মহামান্য আমিরুল-মুমেনিন খলিফাতুল মুসলেমিন গাজি সুলতান আবদুল হামিদ খানের দীর্ঘ জীবন এবং রাজপ্রতাপ ও রাজ্যোন্নতি সম্বন্ধে খোদা তা'লার দরবারে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করিবেন। ১৫ই ভাদ্র সোমবার তারিখ ভুলিয়া যাইবেন না।

জাতীয় ও ধর্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

তুরস্ক সম্রাজ্যের অন্তর্গত "মাসিডোনিয়া" প্রদেশ যেন শয়তানের লীলাভূমি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।...সম্প্রতি তুরস্কের "ইয়ং টার্কিস পার্টি" অর্থাৎ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রাপ্ত নাস্তিক শ্রেণীর সংস্কারক দল (ইহারা মুসলমান) মাসিডোনিয়াস্থ সেনাদলকে এবং মহাপরাক্রান্ত আলবেনিয়াবাসী মুসলমানগণকে রাজশক্তির বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। এই ইয়ং পার্টির তুর্কী যুবকগণের মতাবলম্বী কতকগুলি সামরিক অফিসার কতিপয় প্রধান প্রধান তুর্কী সেনাপতিকে বন্দুকের গুলিতে নিহত করিয়াছে।

জাতীয় ও ধর্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

মরক্কো ব্যাপারে এখনও যবনিকা পতন হয় নাই।...আমরা খোদাতা'লার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি এই প্রবল ইসলামী সাম্রাজ্যটিকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করুন।

পারস্যের অবস্থা ত দিন দিন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া চলিয়াছে। পারস্যের শাহ যে পথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সাম্রাজ্যের ধ্বংসকারী নীতি।...পারস্য-পতি পারস্যের পরিণাম শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছেন। সুযোগ বুঝিয়া রুসিয়া এখনই অভিষ্ট সিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। মিসরে এক্ষণে শান্তি বিরাজ করিতেছে।...

আফগানিস্থানেও শান্তি বিরাজিত। বিচক্ষণ আফগানপতি স্বীয় রাজ্যের আভ্যান্তরীণ উন্নতির কার্য্যে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন।...যে সকল আফগাণ প্রজা সীমান্ত যুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল, তাহাদিগকে তিনি নানা প্রকারে দণ্ডিত করিয়াছেন।...

রুসিয়ার মুসলমানগণ সেচ্ছাচারী ও দারুন অত্যাচারী রুস গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়াও রুদ্রতেজে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন।...

চীনের মুসলমানগণ সর্ব বিষয়েই উন্নতি লাভ করিতেছে। শিল্প ও বাণিজ্যে তাঁহাদের

যেন একচেটিয়া অধিকার। আজকাল শিক্ষাক্ষেত্রেও তাঁহাদিগকে বিপুল তেজে অগ্রসর হইতে দেখিয়া খৃষ্টান মিশনারীদিগের আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

সমগ্র মুসলমানদিগের গৌরবের কেন্দ্রস্থান তুরস্কে কি বিপ্লব ঘটিয়াছে; কিরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। সর্ব্বগুণালঙ্কৃত ও জগমান্য স্থলতান আবদুল হামিদ খান আজ সিংহাসনচ্যুত ও নির্বাসিত।... রাজ্যচ্যুত হওয়াতে তিনি যত না ক্ষুব্ধ, ইউরোপের নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত, নাস্তিকতা মন্ত্রে দীক্ষিত, নূতন আলোকে আলোকিত নব্য তুর্কী দলের জঘন্য ব্যবহারে, নির্দয় আচরণে, ইসলাম ধর্মের অবমাননা দর্শনে তদাপেক্ষা অধিকতর ক্ষুব্ধ ও মর্মপীড়িত।... এ যাবৎ কত আলেম, বিদ্বান, সম্পাদক, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর সামরিক অফিসার, খাজাছোরা, গোয়েন্দা কর্ম্মচারী প্রভৃতি ফাঁসী কাষ্ঠে প্রাণ দিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। বড় বড় মন্ত্রী, পাশা ও আলেমগণ নানা দুর্গতির সহিত সাম্রাজ্যের বহু দূরবর্ত্তী স্থান সমূহে ও দ্বীপ শ্রেণীতে নির্বাসিত হইয়াছেন।...

তুরস্ক এতকাল একটি ইসলামী সাম্রাজ্য ছিল, কিন্তু আজ উহার সেই পবিত্র নাম বিলুপ্ত করা হইয়াছে। এক্ষণে তুরস্ক সাম্রাজ্যের খৃষ্টান, য়িহুদী ও মুসলমান জাতিকে একই "ওসমানী জাতি" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ইসলামী সাম্রাজ্যে বিধর্মীকে মুসলমানের সমান ক্ষমতা কখনও দেওয়া হয় নাই; কিছু না কিছু বিশেষ ক্ষমতা হাতে রাখা হইয়াছে।...তুরস্কের বর্ত্তমান শাসন চক্রের নিয়ন্তাগণ সে বিশেষ ক্ষমতাটুকুও খৃষ্টিয়ানদিগের পদে বিসর্জ্জন দিয়াছেন।...

বর্ত্তমান নাস্তিকতা মন্ত্রে দীক্ষিত, নাস্তিক চূড়ামনি ফরাসী জাতির শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য তুর্কী দল পবিত্র ইসলাম ধর্মের গৌরব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়া ইসলাম জগতের মহা অনর্থ পাতের সূত্রপাত করিয়াছেন।

মুসলমান রাজ্য ও সাম্রাজ্য সমূহে ভীষণ বিপ্লব ঃ সম্পাদক
৯ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা

রাজনীতি —ইংরাজ শাসন ও সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

আমাদের মাতৃস্বরূপিণী মহারাণী ভারতেশ্বরীর আধিপত্যকালে ভারতীয় মুসলমানগণ উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এ জন্য মুসলমান জাতি তাঁহাদের স্বর্গীয়া মাতার প্রতি হৃদয়ের সহিত কৃতজ্ঞ। মুসলমানগণ ভিক্টোরিয়ার আধিপত্য কালেই ইংরেজী শিক্ষার দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলস্বরূপ বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ লোক অনেক দেখা যাইতেছে। এই সময়ের মধ্যেই মুসলমানদিগের জাতীয় মহাবিদ্যালয় (আলিগড় কলেজ) স্থাপিত হইয়াছে।...মুসলমানদিগের বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক ও সংবাদপত্রাদি মহারাজ্ঞীর রাজত্বকালেই বাহির হইয়াছে। এই স্বর্ণযুগেই ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে ধর্ম্মান্দোলনের প্রবল তরঙ্গে চতুর্দ্দিক আন্দোলিত হইতেছে। আরও কত শুভানুষ্ঠানের সূত্রপাত হইয়াছে, তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। সুতরাং যে দিক দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায়, সেই দিক দিয়াই মহারাণীর পরলোকগমন আমাদের জন্য চূড়ান্ত ক্ষতির কারণ বলিয়া অনুমিত হয়।

সম্পাদক

৩য় বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা ; মে-জুন, ১৯০০

হিন্দু যদি বুঝিতে পারে মুসলমান তাহাদের নিকট আত্মীয় এবং প্রতিবাসী, অনেক দিন তাহারা মুসলমানের নিমক খাইয়াছে, তবেই তাহাদের স্বদেশদ্রোহীতা ঘুচিবে। ভারতের উন্নতির মূলে মুসলমান শক্তির আবশ্যকতা বুঝিয়া আপনা হইতেই আমাদিগকে ডাকিয়া লইবে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, কংগ্রেসওয়ালাদের মধ্যেও অনেকে মুসলমানকে ঘৃণা করিয়া, আপনাদিগকে বাহাদুর মনে করে। জানি না হিন্দু মুসলমানের জাতিগত পার্থক্যের এই ঘৃণিত নাটকের কতদিনে যবনিকা পতন হইবে।

উন্নতির উপায় কি ? ঃ শেখ ফজলল করিম

৫ম বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা ; জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১০

ফলতঃ পৃথিবীতে মুসলমানগণ যদি কোনও খ্রীষ্টীয় রাজশক্তির সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে পারেন, তবে তাহা ইংল্যাণ্ডের সহিতই। কারণ ইংল্যাণ্ডের সহিত মুসলমানদিগের সম্বন্ধ অতি গুরুতর হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে সমগ্র পৃথিবীর এক

চতুর্থাংশ মুসলমান ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রজা। ইংরেজ যে-দেশে প্রবেশ করিয়াছেন, মুসলমানও ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতেছেন। ইংরেজ যেখানে রাজা, মুসলমান সেখানে প্রজা ও বণিক। ইংরেজ যেখানে সেনানী, মুসলমান সেখানে অতি বিশ্বস্ত সৈন্য। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপন মুসলমানদিগের জন্য বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ বলিয়া আমাদিগকে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি ইংরেজরাজ ভারতের শাসন রজ্জু স্বহস্তে গ্রহণ না করিতেন, তবে মর্হাট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্তে মুসলমান জাতির দুর্দ্দশার একশেষ হইত ; হয়ত মুসলমানের অস্তিত্ব ভারতবর্ষের অনেক স্থান হইতে বিলুপ্ত হইত। ইংরেজের নিকট যে এ সম্বন্ধে আমরা চিরঋণে আবদ্ধ, এ কথা শত সহস্র ও কোটি কণ্ঠে বলিব। সুতরাং আমরা ইংরেজ রাজত্বের স্বভাবতঃই পক্ষপাতী। ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের প্রতি আমাদের অনুরাগ স্বভাবসিদ্ধ। আমরা যদি ইংরেজ গবর্ণমেণ্টকৃত উপকাররাশি ভুলিয়া যাই, তবে আমরা অকৃতজ্ঞ নামে অভিহিত হইবার যোগ্য।

তুরস্ক, ইংলণ্ড ও রুসিয়া ঃ রেয়াজুদ্দীন আহমদ
৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা ; শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০

বিধাতার ইচ্ছাক্রমে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান বর্ত্তমান সময়ে একই সময়ে একই বন্ধনে আবদ্ধ, একই সূত্রে গ্রথিত এবং একই নিয়মে শাসিত ও পরিচালিত। ফলতঃ হিন্দু ও মুসলমান উভয়ে এক্ষণে ভারত মাতার দুই সন্তানের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। একই মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বন্ধুত্বই বাঞ্ছনীয়, দুই ভ্রাতার মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপিত থাকাই সকলের অভিপ্রেত, ইহাতে পরস্পরের মহা উপকার—তথা ভারতমাতারও বহু মঙ্গল সাধিত হয়।...যাঁহারা স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী হইয়া হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ বীজ বপন করেন বা যাঁহারা ভারত মাতার দুই সন্তানের মধ্যে বিবাদ-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন, তাঁহারা যে দেশের ও দশের শত্রু তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কিন্তু পরিতাপের—শুধু পরিতাপের কেন, গভীর পরিতাপের বিষয় এই যে, কতিপয় উন্নতমনা উদার প্রকৃতি ব্যতীত, হিন্দু মাত্রেই সাধারণতঃ মুসলমানের নাম শ্রবণ করিবা মাত্র উৎকট ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া থাকেন। ইহা আমার স্বকল্পিত কথা নহে—বরং ইহা প্রত্যক্ষ ও জ্বলন্ত সত্য কথা। সেই হেতু এই প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হয় যে, সত্যই কি মুসলমান এত ঘৃণার পাত্র ?

সত্যই কি মুসলমান ঘৃণার পাত্র ? ঃ ওসমান আলি
৬ষ্ঠ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা মাঘ, ১৩১১

হিন্দুর বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের কুফল ক্রমশঃ ফলিতেছে। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধবাদী বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনকারী হিন্দু নেতৃবৃন্দের বিদ্রোহমূলক বক্তৃতায় দেশে অশান্তির আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে।...ইহারা ধোকা দিয়া মুসলমানদিগকে বোকা বানাইয়া স্বদলে আনয়নের চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ মুসলমান দলপতিগণ সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করাতে তাহাদের বড় সাধে বাদ পড়িল, সকল আশা ভরসা মিটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। পাল-ব্যানার্জ্জী ও তাঁহাদের চেলাগণ বঙ্গের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া সভাসমিতি করিতেছেন,...

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩১৩

হিন্দুদিগের বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের বেগ একেবারে মন্দীভূত হইয়া গিয়াছে। দেশীয় তাঁতের ঠকঠকি আর কানে শুনা যাইতেছে না। বৈদেশিক পণ্যে দেশ ভাসিয়া গিয়াছে। যে সিগারেট এক সময় দেশ হইতে দূর হইয়াছিল, উহা আবার দ্বিগুন তেজে আসর জমাইয়াছে। বিলাতী বস্ত্রের ত বান ডাকিয়াছে। কলিকাতার বড় বাজারে একবার গিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, বিলাতী বস্ত্রের কি প্রবল প্রবাহ। লিভারপুলের লবণ ও করকচ নামধারী অপরিষ্কৃত লবণগুলিকে আবার বিতাড়িত করিয়াছে। বৈদেশিক চিনির ত কথাই নাই। বিলাতী জুতা পুরাদমে চলিয়াছে। স্থূল কথা, বৈদেশিক বাণিজ্যের যে টুকু গতিরোধ হইয়াছিল, এক্ষণে উহার দ্বিগুণ তেজ দৃষ্ট হইতেছে। কেবল বক্তাদিগের শুষ্ক বক্তৃতার মুখে এবং সংবাদপত্র ওয়ালা-দিগের মিথ্যা সংবাদ প্রচারে নামে মাত্র স্বদেশীর অস্তিত্ব বজায় আছে; নচেৎ কার্য্যতঃ কিছুই নাই; ফলতঃ এক্ষণে স্বদেশী প্রাণহীন। যেমন হিন্দুর দেবতাগণ বাহ্যিক পোষাক পরিচ্ছদে অপূর্ব শোভাসম্পন্ন, কার্য্যতঃ প্রাণহীন জড়পদার্থ, তাহাদের কল্পিত স্বদেশী আন্দোলনেরও অবিকল সেই অবস্থা।

বঙ্গীয় মুসলমানদিগের গাত্রোত্থান ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা; ফাল্গুন, ১৩১৩

দিল্লীবাসী একজন স্বজাতিদ্রোহী মুসলমান গ্র্যাজুয়েট কংগ্রেসী হিন্দুদিগের প্ররোচনায় "আফতাব" নামক একখানি সংবাদপত্র বাহির করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও মুসলমান সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। এ স্থলে কলিকাতার ইংরেজী সাপ্তাহিক সংবাদপত্র "মুসলমান" ও বাঙ্গালা "সোলতান"—এই দুইখানি সংবাদপত্রের কথাও মুসলমান ভ্রাতৃগণ স্মরণ রাখিবেন। যদিও এগুলি মুসলমানের সংবাদপত্র নামে পরিচিত, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কংগ্রেসী পাণ্ডা বা "বন্দে মাতরম" ফের্কার হিন্দুদিগেরই কাগজ। এই সকল সংবাদপত্রের মতামতের সহিত মুসলমান সমাজের মতামতের কোনও সম্বন্ধ নাই। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে এই সকল পত্রিকার সম্পাদকগণ জাতির মুণ্ডপাত করিতে বসিয়াছেন। মুসলমানগণ মাত্রেই স্বদেশদ্রোহী সংবাদপত্রগুলি হইতে সাবধানে আত্মরক্ষা করিবেন।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

বোম্বাই নগরীতে শীঘ্রই "অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম লিগ" নামক মুসলমানদিগের জাতীয় রাজনৈতিক সমিতির শাখা সভা স্থাপিত হইবে।

মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভার ভিত্তি স্থাপিত হইতে দেখিয়া হিন্দু রাজনৈতিক পাণ্ডাদিগের বিষম অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হইয়াছে—তাঁহারা প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন...আমরা জানি পরম করুণাময় খোদাতাআলা সহায় থাকিলে হিন্দুদিগের (বিশেষতঃ কংগ্রেসী ও স্বদেশী পাণ্ডাদিগের) দুষ্ট অভিসন্ধি কিছুতেই সফল হইবে না। মুসলমানগণ নিশ্চয়ই আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে সমর্থ হইবেন। মুসলমান নামধারী কতকগুলি স্বজাতিদ্রোহী নীচাশয় ব্যক্তি হিন্দুদিগের অসদুদ্দেশ্য সাধনের প্রধান সহায় হইয়াছে।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ ঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

পাঞ্জাবী হিন্দুগণ বিশেষতঃ আর্য্য (আরিয়া) সমাজভুক্ত কংগ্রেসী পাণ্ডাগণ রাবলপিণ্ডি, লাহোর প্রভৃতি নগরে যে বিপ্লব বহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন, এইরূপ অন্যায় অনুষ্ঠানে দুঃখিত হইয়া পাঞ্জাবের বিভিন্ন নগরের মুসলমান আঞ্জমন সমূহ ও অপর মুসলমান জনসাধারণ প্রকাশ্যভাবে সভা-সমিতি আহ্বান করিয়া এইরূপ বিপ্লব-

কারীদিগের কার্য্যের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের এইরূপ অন্যায় কার্য্যের সহিত যে কোনও মুসলমানের সংস্রব বা কোনওরূপ সহানুভূতি নাই, তাহাও তাঁহারা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সভায় হিন্দু বিপ্লবকারীদিগের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদমূলক রেজলিউশন পাশ করিয়া ইংরেজ কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। পাঞ্জাবের মুসলমানগণ এই কার্য্যের দ্বারা যথার্থ রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ; জৈষ্ঠ, ১৩১৪

বঙ্গীয় হিন্দুদিগের মধ্যে একদল ভীষণ গুণ্ডার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা লাঠিখেলা, কুস্তি-কসরত ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া শারীরিক বলে ইংরেজ ও মুসলমান জাতিকে পর্য্যুদস্ত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। ইহাদের বিকট তাণ্ডবে সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়িয়া বিপ্লব-বহ্নি প্রজ্জ্বলিত। ইহাদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু হইতে স্কুলের ছাত্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর জীবই আছে।...ইহাদের মধ্যে অনেকে যোগী, সন্ন্যাসী, সাধু, দণ্ডী, বাবাজী, ফকীর ও মৌলবী সাজিয়া দেশের সর্ব্বত্র বিপ্লবের বিষ ছড়াইতেছে।... ...এতদিনে কর্ত্তৃপক্ষের চমক ভাঙ্গিয়াছে—আমরা বহু দিবসাবধি যে দিকে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলাম, ভারতের ষ্টেট-সেক্রেটারী মিঃ জন মরলে বাহাদুর ও ভারতের বড় লাট বাহাদুরের দৃষ্টি ও মনোযোগ এক্ষণে সে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। বিপ্লবকারী হিন্দুদিগের বর্ত্তমান অবৈধ উত্তেজনা কি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা কর্ত্তৃপক্ষ টের পাইয়াছেন, ইহাই মঙ্গলের বিষয়।

আমরা উপসংহারে ভারতের মুসলমান সমাজকে সাবধান করিয়া দিতেছি, তাহারা যেন এ অবৈধ অনুষ্ঠানে কদাচ বিপ্লবকারী হিন্দুদিগের সহিত যোগ প্রদান না করেন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন না করেন, তাহাদের প্ররোচনায় গবর্ণমেণ্টের অপ্রীতিকর ও বিরক্তির কোনও কার্য্য না করিয়া ফেলেন। পক্ষান্তরে হিন্দুদিগের সহিত যেন অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদেও প্রবৃত্ত না হন।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও মুসলমান জাতির কর্ত্তব্য ঃ এব্‌নে মাআজ
৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ; জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৪

ভাই শিক্ষিত হিন্দু,...আপনারা অতি নীচ পন্থা অবলম্বন পূর্ব্বক ভারতে "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠায় বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। আপনারা মিথ্যা ও অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও সুনীতির মস্তকে দারুণ কুঠারাঘাত করিতেছেন।...তৎপর ভারতের সপ্তকোটি মুসলমানকেও নিতান্ত উপেক্ষার সামগ্রী মনে করিবেন না। আপনাদের অন্যায় ব্যবহারে মুসলমান সমাজও আপনাদের অনুকূল নহেন। এরূপ অবস্থায় শত চেষ্টা করিলেও আপনাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। সপ্তকোটি মুসলমানের প্রতিবন্ধকতা আপনাদের পক্ষে লৌহ প্রাচীরের ন্যায় বাধাজনক হইবে। যদি আপনারা ইংরেজ জাতি অপেক্ষা মুসলমানদিগের প্রতি উদার ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহাদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন, তাহাদের মনে কষ্ট দিতে বিরত থাকিতেন, তবে স্বদেশবাসী বলিয়া না হয় তাহারা আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিতে পারিত। কিন্তু আপনারা আপনাদের ব্যবহার দোষে সে সুযোগ হারাইয়াছেন। এক্ষণে মুসলমান জাতি হিন্দু প্রাধাণ্য অপেক্ষা ভারতে ইংরেজ প্রাধাণ্য সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর মনে করেন।

ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা ও মুসলমান জতির কর্ত্তব্য: এবনে মাআজ
৮ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা; জৈষ্ঠ, ১৩১৪

করাচিতে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স' ও 'অল-ইণ্ডিয়া মোসলেম লীগ'-এর অধিবেশন, যথা সময়ে মহা ধূমধাম ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ সেই সুদূর সিন্ধু প্রদেশে, সিন্ধু সৈকতে—আরব সাগরের তটবর্ত্তী পূণ্যতীর্থে সমবেত হইয়াছিলেন।...বঙ্গের বড় বড় আমীর-ওমরাহ, জমীদার তালুকদার, উকীল-ব্যারিষ্টার, হাকিম-গ্র্যাজুয়েট ইহাদের কেহই করাচির জাতীয় মহা সমিতিতে যোগদান করেন নাই, ইহা অপেক্ষা আমাদের জাতীয় কলঙ্কের কথা আর কি হইতে পারে?

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ: সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; মাঘ, ১৩১৪

২২ বৎসরের কংগ্রেস ২৩ তেইশে পা দিয়া যমের বাড়ী গিয়াছে। সুখের বিষয়, ২।৪ টা নগণ্য মুসলমান নামধারী বিকৃত স্বদেশী পাণ্ডা ব্যতীত কোন নামজাদা মুসলমান কংগ্রেসের সেই মৃতুশয্যার পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন না।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪

বর্ত্তমান বিকৃত স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় বিষয় আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং রাজনীতি ক্ষেত্রেও আমরা ধর্ম্মানুশাসনের অধীন। ইসলাম ধর্ম্ম কি আদেশ দেয়—কাহারও বিদেশীয় জিনিষ আগুনে পোড়াইয়া ফেল, পানিতে ডুবাইয়া দাও, ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া নষ্ট কর, কাটিয়া বা ভাঙ্গিয়া উৎসন্ন করিয়া দাও? ইছলাম ধর্ম্ম কি শিক্ষা দেয় যে, নিজের দেশে বিদেশীয় পণ্যদ্রব্য আইসার পথ বন্ধ কর, বিদেশীয় বাণিজ্যের গতিরোধ কর? কখনই নয়। এরূপ অস্বাভাবিক আদেশ ইসলাম ধর্ম্মে কুত্রাপি নাই—থাকিতেও পারে না। বরং এরূপ অনুষ্ঠান দ্বারা পাপার্জ্জন হয়।

ভাই মুসলমান জাগঃ এব্‌নে মাআজ
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪

হিন্দুগণ একদিকে মুসলমানদিগকে "ভাই ভাই" বলিয়া সাদরে আহ্বান করিতেছেন, অন্যদিকে হিন্দু জমিদার ও অপরাপর শ্রেণীর হিন্দুদিগের ভীষণ অত্যাচারে দরিদ্র মুসলমানগণ জর্জ্জরিত। প্রত্যেহই নূতন নূতন অত্যাচার-কাহিনী আমাদের শ্রবণ গোচর হইয়া আমাদিগকে মর্ম্মাহত করিয়া তুলিতেছে। কোরবাণী কার্য্যে এখনও বহু সংখ্যক অত্যাচরী দুর্দ্দান্ত হিন্দু-জমিদার মুসলমানদিগকে প্রবলরূপে বাধা দিতেছেন। স্বজাতি আন্দোলনে মুসলমানগণ পদে পদে হিন্দুদিগের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন। এই জাতিই কোন্ প্রাণে ও কোন্ মুখে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একতা স্থাপনের কথা বলেন, আমরা বুঝিতে অক্ষম। হিন্দুগণ যতদিন না ঘৃণিত স্বার্থপরতা ও কপটতা ত্যাগ করিবেন, ততদিন তাঁহাদের উদ্দেশ্য কখনই সফল হইবে না,—এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে সাহসের সহিত বলিতে পারি। মুসলমানগণ এক্ষণে তাঁহাদের কপট বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃভাব বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদঃ সম্পাদক
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪

সৌভাগ্যক্রমে আমাদের ভাগ্যলিপি এমন একটি গবর্ণমেণ্টের হস্তে ন্যস্ত, যে গবর্ণমেণ্ট

উদারতা, স্বতন্ত্র-প্রিয়তা ও স্বাধীনতার জন্য জগতের ইতিহাসে বিখ্যাত। সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের শাসন ও রাজত্বের বিশেষত্ব এই যে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি য়িহুদি, কি খৃষ্টিয়ান—সকল জাতিকেই শ্রেণী নির্ব্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে শাসন করেন। আমরা আমাদের রাজত্বের বিণিময়ে তাঁহাদের নিকট হইতে যে সকল উদার ও মহৎ ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছি, সেই সকল মহৎ গুণগুলির অনুকরণ করিতে পারিলে অধীনতা অতি আনন্দ প্রদায়িনী বোধ হয়।

মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতনঃ আবদুল হক চৌধুরী
৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

সুখের বিষয়, ভারতের বর্ত্তমান বিপ্লবে মুসলমানদিগের কোনও সংশ্রব নাই। খোদা এই মহা সংক্রামক ব্যধি হইতে মুসলমানদিগকে রক্ষা করুন।

জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ
৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা

ভাষা ও সাহিত্য

লহরীর কবিতাগুলি বড়ই সুমিষ্ট, বড়ই ভাবময়ী। দুঃখের বিষয় মুসলমানদিগের কবিতা ইহাতে অতি অল্পই দৃষ্ট হইতেছে। সম্পাদক সাহেবকে অনুরোধ করি, মুসলমানদিগের কবিতাবলী অধিক পরিমাণে পত্রিকাস্থ করিতে সচেষ্ট হউন। স্বজতীয় ভ্রাতাদিগকে উৎসাহিত করা এই পত্রিকা প্রচারের প্রধাণ উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

…আমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে ইহাও বলিতে বাধ্য যে, এই কবিতাময়ী পত্রিকাখানিতে প্রাচীন মুসলমান কবিদের কবিতাবলীর আলোচনা হওয়া উচিত।…আমরা ইংরাজী ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি। মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা সমন্বিত কবিতা-বলীও উপেক্ষার সামগ্রী নহে; ভরসা করি সুযোগ্য সম্পাদক সাহেব এ কথা স্মরণ রাখিবেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থাদির সমালোচনা
৩য় বর্ষ, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা; অগ্রহায়ণ, ১৩০৬

বঙ্গীয় মুসলমানের মধ্যে বাঙ্গালা লেখকের সংখ্যা সর্ব্বশ্রেণীর মিলাইয়া এখনও বোধহয় একশত পূর্ণ হয় নাই। ঐরূপ পাঠকের সংখ্যাও দ্বিসহস্রাধিক আছে কিনা সন্দেহ। তবু দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে কিয়ৎ পরিমাণে অগ্রসর হইয়াছেন বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে উর্চ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম।...

অনেক লেখক ইংরেজীতে প্রবেশিকার প্রাচীর পার হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। অনেকের ইংরেজী বিদ্যা ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী পর্য্যন্ত। আবার ২।১ জন এমন আছেন, যাঁহারা ইংরেজী স্কুলের বেঞ্চেও কখন উপবেশন করেন নাই। পক্ষান্তরে নর্ম্মাল স্কুলের শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ লেখকের সংখ্যাও বিরল।...

আজকালও যে ২।১ জন গ্রাজুয়েট ভ্রাতাকে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী দেখিতে পাই, তাঁহারা এখনও পাঠদ্দশায় অবস্থিত, সংসারক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া যে তাঁহারা এইরূপ সাহিত্যসেবার তৎপর থাকিবেন, সে আশা আমাদের খুবই কম আছে। সুতরাং আমাদিগকে এখনও এইরূপ অল্পশিক্ষিত যুবকদিগকে লইয়া সাহিত্যালোচনায় তৎপর থাকিতে হইবে। যদি ভবিষ্যতে কখনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী মুসলমান ভ্রাতাগণ মাতৃভাষার সেবায় তৎপর হন, সে স্বতন্ত্র কথা। এখনও সে সময় অনেক দূরে বলিয়া মনে করিতেছি। উচ্চশিক্ষিত অনেক সুলেখক ভ্রাতাকে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার জন্য অনুরোধ করিতে করিতে হতাশ হইয়াছি।

পরশ্রীকাতরতা ঃ এবনে হামিদ

৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা ; শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০

দুর্গেশনন্দিনীর লেখক আয়শার প্রতি অতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন, মুসলমান রমনীগণকে অতি কঠিন মনোবেদনা দিয়াছেন, মুসলমান পাঠকগণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়াছেন। তিনি অতি অনুদার। তিনি ওসমানকে বহুগুণে ভূষিত করিয়াও কলঙ্কিত এবং অবমানিত করিয়াছেন, তিনি আয়শাকে সর্বাঙ্গ সুন্দরী করিয়াও ঘৃণার ভাজন করিয়াছেন, তিনি কতলু খাঁকে পাঠান রাজসিংহাসন প্রদান করিয়াও নৈতিক ধনে অতি কাঙ্গাল করিয়াছেন।...

দুর্গেশনন্দিনীর আয়শা, রোশিনারার রোশিনারা এবং মাধবী কঙ্কনের জোলেখা, তিন জনই হিন্দু প্রণয়াকাঙ্খিনী অভাগিনী। প্রেমের প্রতিদান হয় নাই বলিয়া অভাগিনী বলি না ; গ্রন্থকারগণ ফেরদৌসের তিনটি সুরভি কুসুমের স্বর্গীয় শিশির সিক্ত সুগন্ধ সঞ্চারী কোমল দল সকলকে বিষাক্ত নখরাঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, সে জন্য তাহাদিগকে অভাগিনী বলি।···যাঁহারা এরূপ বীভৎস চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, যাঁহারা পাঠক পাঠিকাগণকে এমন অপবিত্র কাহিনী শুনাইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব পবিত্রতার আধার কমনীয় কামিনী-হৃদয় এরূপ কলুষিত করিয়াছেন, তাঁহারা সুলেখক লেখকগণের আদর্শ হইলেও, পাঠকগণ তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে অক্ষম। তাঁহারা ইচ্ছাপূর্বক বিষবৃক্ষ রোপন করিয়াছেন।···

এমন উত্থান পাল কোথায়, যাঁহার বলিষ্ট বাহু এই বিষবৃক্ষ বাঙ্গালা সাহিত্যোত্থান হইতে সমূলে উৎপাটন করিতে ক্ষমতাবান !

হিন্দু সাহিত্য ঃ শ্রীত ঃ
৫ম বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা ; আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩১০

কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাদের শিষ্যানুশিষ্য হারান, নরান, মধু, যদু, চুনীরাম, পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্য্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি দিতে এবং তাঁহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিত চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছু মাত্র কসুর করিতেছেন না। দিল্লীর মুসলমান বাদশাহগণকে তাঁহাদের মর্ম্মর খচিত শান্ত সমাহিত গোর হইতে উঠাইয়া উপন্যাস ও কাব্যের পৃষ্ঠায় দুর্দ্দান্ত, অত্যাচারী, কদাচারী, পিশাচ এবং ঘৃণিত কাম কুক্কররূপে চিত্রিত করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন এবং তাহা নাটকাকারে কলিকাতা এবং মফঃস্বলের নানা স্থানে অভিনীত হইয়া অগন্য হিন্দু দর্শকের 'বাহবা' লাভ করিতেছে।···

তাঁহারা অসূর্য্যম্পশ্যা বাদশাহজাদীকেও হেরেমের নিভৃত কক্ষ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া গাঁজাখুরী কল্পনাবলে কাহাকেও বা পার্বত্যমূষিক, নারীহন্তা, নরপিশাচ শিবাজীর প্রনয়াকাঙ্খিনী, কাহাকেও বা শূকরভোজী রাজপুতের প্রেমাভিলাষিনী, কাহাকেও বা কোনও হিন্দু গোলামের চরণে সেবিকারূপে চিত্রিত এবং থিয়েটারে

অভিনয় করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিতেছেন।...

চক্ষু মেলিয়া দেখ, প্রত্যেক হিন্দু লেখকই এক একটি মুসলমান শত্রু দ্বিতীয় বঙ্কিম বা দিতীয় নবীনচন্দ্র। প্রত্যেকেই "যবনের আরি"।

মুসলমান ও হিন্দু লেখক : সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী
৫ম বর্ষ, ১১শ-১২শ সংখ্যা; অগ্রহায়ণ- পৌষ, ১৩১০

বিগত ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের মুসলমান শিক্ষাসমিতির কলিকাতা নগরীতে যে অধিবেশন হইয়াছিল—যথায় ভারতের যাবতীয় গণ্যমান্য শিক্ষিত পদস্থ মুসলমানদিগের পক্ষ হইতে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু সমাজহিতৈষী খ্যাতনামা জমিদার মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব "বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে একটি রেজিলিউশন পাশ করেন। সমস্ত মুসলমানই আনন্দ এবং উষ্ণ সহানুভূতির সহিত ইহার অনুমোদন করেন। পরে এই রেজিলিউশনটির বিবৃত বিষয় ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া " ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল (Vernacular Education in Bengal) নাম দিয়া গ্রন্থাকারে মুদ্রিত করা হয়। এই গ্রন্থ সমালোচনার জন্য বহু হিন্দু সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইলেও, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র মনোযোগ প্রদান করেন নাই।... বঙ্গ সাহিত্যের অন্যতম মহারথী অত বড় নামজাদা কবি মাননীয় রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকায় সমালোচনা উপলক্ষে উহা একরূপ হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

মুসলমান ও হিন্দু লেখক : এসমাইল হোসেন সিরাজী
৫ম বর্ষ, ১১শ-১২ সংখ্যা; অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০

আমরা বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলিয়াই সকলে স্বীকার করে যদিও নগরবাসী মুষ্টিমেয় মোসলমান উর্দ্দু ভাষা বলিয়া থাকেন। ...সুতরাং বঙ্গভূমিতে বাস করিতে হইলে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা নিতান্ত দরকার। দুঃখের বিষয়, ৫০০ পাঁচশত বৎসর যাবৎ আমরা এই দেশে বাস করিতেছি, কিন্ত এ যাবৎ বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমান সুলেখকের আবির্ভাব হয় নাই। মুসলমান সুলেখক অতি নগণ্য। স্কুল পাঠ্য বহিগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের একচেটিয়া। বস্ততঃ বলিতে গেলে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলনে মুসলমানদের ঔদাস্যই তাহাদের পতনের আর এক মূলীভূত কারণ।

যেদিন হইতে পারস্য ভাষা লোপ করিয়া লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক বাঙ্গালা ভাষাকে কোর্টে স্থান দিয়াছেন, সেইদিন হইতে মুসলমানদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। মুসলমানগণ বাদশাহী জাত, উর্দ্দু ও পারসীতে কথা না বলিলে সম্মানের লাঘব হয়। ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এখনও সেই ধারণা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না। বাঙ্গালা আদালতের ভাষা, অর্থকরী ভাষা, কার্য্যকরী ভাষা, দেশের ভাষা, কিনা প্রত্যেক মুসলমানেরই তন্ময়চিত্তে দেখিবার বিষয়।

কেহ কেহ ভাষা সমস্যা অনুশীলনে ব্যস্ত। আমি বলি, বাঙ্গালা ভাষা মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিলে দোষ কি?

মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন : আবদুল হক চৌধুরী
ইসলাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা

১। মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রবাস : এব্নে মাআজ, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম-১০ম সংখ্যা ; ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৮।
২। তুরষ্ক, ইংলণ্ড ও রুসিয়া, ৫ম বর্ষ, ৭ম-৮ম সংখ্যা ; শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩১০।
৩। ভাই মুসলমান জাগো : এব্নে মাআজ, ৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ; মাঘ, ১৩১৪।
৪। জাতীয় ও ধর্ম্ম সংবাদ, ৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।
৫। মুসলমান সম্প্রদায় ও তাহার পতন : আবদুল হক চৌধুরী, ৮ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা।
৬। ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ; ভাদ্র, ১২৯৮।
৭। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র—পৃঃ ৯।
৮। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র (২য় খণ্ড)— পৃঃ ৬১।
৯। আনিসুজ্জামান, মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র—পৃঃ ২৮, পাদটিকায় উদ্ধৃত।